Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আখিরাতে উন্নতি হওয়ার পথে যে সমস্ত বাধা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ঈশা আকতার

রোলঃ 216020104

২১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

“আখিরাতে উন্নতি হওয়ার পথে যে সমস্ত বাধা”

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ঈশা আকতার

রোলঃ 216020104

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **"আখিরাতে উন্নতি হওয়ার পথে যে সমস্ত বাধা"** বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ঈশা আকতার, আইডিঃ 216020104 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "**আখিরাতে উন্নতি হওয়ার পথে যে সমস্ত বাধা**" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

ঈশা আকতার

(স্বাক্ষর)

ঈশা আকতার

আইডিঃ 216020104

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২১ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা: 6

আখিরাতে উন্নতি হওয়ার পথে বাধাস্বরুপ গীবত: 7

গীবত একটি মারাত্মক কবিরা গুনাহ : 7

গীবত কি: 8

গীবতের প্রকারভেদ: 8

গীবতের কতিপয় পরিভাষা : 9

গীবত সম্পর্কে কুরআনের বাণীঃ 10

গীবতের পার্থিব পরিণামঃ 12

গীবতের পরকালীন পরিণামঃ 13

গীবতের ধরন : 14

মুসলিম এর গীবত : 15

অমুসলিম এর গীবত : 15

যুদ্ধরত অমুসলিম শত্রুর গীবত : 15

শারীরিক গঠন বা অবয়বের গীবত : 15

চারিত্রিক-আচার আচরণের গীবত: 15

বংশের গীবত : 16

পোষাক-পরিচ্ছদের গীবত : 16

পরোক্ষ গীবত : 16

ইবাদতের গীবত : 17

গুনাহের গীবত: 17

জিহবার গীবত: 17

অন্তরের গীবত:..18

ইশারা-ইঙ্গিতের গীবত :...19

লেখনীর মাধ্যমে গীবত : :...19

গীবতের বৈধ পন্থা :..20

নাজায়েজ গীবত এর সংজ্ঞা:...24

গীবত ও চোগলখোরির মধ্যে পার্থক্য:..26

গীবত পরিহার ইবাদত এর চেয়েও উওম:..26

গীবতের ক্ষতি:...28

গীবত ত্যাগের উপকারিতা:...32

গীবতে লিপ্ত হওয়ার কারণ ও প্রতিকার:...34

গীবতের কাফ্ফারা:..34

গীবত ও তার অনিষ্টকারিতা:..36

গীবত করার কারণসমূহ :...43

মনে মনে গীবত করাও হারাম :...45

গীবত থেকে বাচার উপায় :..46

গীবতের বিধান...47

উপসংহার :..50

তথ্যসূএ:...51

ভূমিকা:

আখিরাত আরবি শব্দ।আভিধানিক অর্থ -পরকাল।পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে আখিরাত বলতে মৃত্যু পরবর্তী জীবন।দুনিয়ার জীবন খুবই ক্ষনস্থায়ী।দুনিয়া অজর্নের আকাঙ্খায় যেন আমরা আখিরাত জীবনের নেক আমল থেকে গাফেল না হয়।এই আখিরাত জীবনের উন্নতি হওয়ার পথে বাধাসমূহ নিম্নরূপ:

১.ঈমান না আনা।

২.শির্ক করা।

৩.কুফরি করা।

৪.কবীরা গোনাহ।

৫.হিংসা

৬.রাগ

৭.গীবত

৮.গোপন গুনাহ

৯.নজরের হেফাজত না করা

১০.সময়ের অপচয়।

১১.চোগলখোরি

১২.দুনিয়ার ভোগবিলাস এর মধ্যে ডুবে থাকা।

১৩.অপচয় করা।

আখিরাতে উন্নতি হওয়ার পথে বাধাস্বরুপ গীবত:

যে কয়েকটি কুস্বভাব কুরআন হাদিসে নিন্দা করা হয়েছে গীবত বা পরনিন্দা তার মধ্যে অন্যতম।গীবত একটি ভয়াবহ পাপ।এই পাপটি নীরব ঘাতকের মতো।বান্দার অজান্তেই এটি তার নেকীর ভাণ্ডার নিঃশেষ করে দেয় এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে ছাড়ে।এটি চুরি-ডাকাতি, সুদ-ঘুষ,যিনা-ব্যভিচার ও মরা মানুষের পঁচা গোশত খাওয়ার চেয়েও মারাত্মক ও নিকৃষ্ট।কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হল এই জঘন্য পাপটি মানুষ হরহামেশাই করে থাকে।বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে গীবতের বিবিধ অনুসঙ্গ নিয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

গীবত একটি মারাত্মক কবিরা গুনাহ :

মানুষ সামাজিক জীব।সমাজবদ্ধ জীবন যাপন ছাড়া একাকী জীবন যাপন করা মানুষের পক্ষে সহজ নয়,তেমনটি কেউ কামনাও করে নাহ।আবার পরিচিত সমাজের বাইরেও মানুষের পক্ষে চলা খুবই কঠিন। মানুষ সবসময় সুখ ও শান্তি চায়।শান্তি মানুষের একটি আরোধ্য বিষয়।কিন্তু এ প্রত্যাশিত সুখ শান্তি নিভর্র করে সমাজ বদ্ধ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এর উপর।মানুষের পারস্পরিক পরিচয়ের জন্য আল্লাহ সূরা হুজুরাত উল্লেখ করেছেন :

”হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার।তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে ওই ব্যাক্তি অধিক মযার্দা সম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াপূর্ণ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবর্জ্ঞ,সম্যক অবহিত।

সুতরাং মানব সমাজের এই পাথর্ক্য সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার নিমিত্তে।যে সব কারণে সমাজের ভ্রাতৃত্ববোধ বিনষ্ট হয়,সমাজ বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হয়,সামাজিক মূল্যবোধ নষ্ট হয়,পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয় তার মধ্যে অন্যতম হল গীবত,যা মানুষকে নিকৃষ্টতম প্রাণিতে পরিণত করে। তাই তো আল্লাহ ও তার রাসূল (সা:) মানুষকে এই নিকৃষ্ট স্বভাব থেকে বিরত থাকতে তাগিদ দিয়েছেন। সুস্থ, স্বাধীন কোনো বিবেকবান মানুষই জ্ঞান অবশিষ্ট থাকা পযন্ত মৃত মানুষ তো দূরে থাক যেই পশু জীবিত থাকতে হালাল সেই পশু মৃত হলে তারা গোশত ভক্ষণ করে না।অথচ মানুষ সুস্থ মস্তিষ্কে,স্বাচ্ছনদ্যের সাথে গীবতের মতো জঘন্য পাপে নিমজ্জিত হয়।

গীবত কি:

গীবত আরবি শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ হলো পরনিন্দা করা,দোষচর্চা করা, কুৎসা রটনা।গীবতের পারিভাষিক অর্থ রাসূল (সা:)এর ভাষায় অত্যন্ত সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। আবু হুরায়রা (রা:)বলেন:রাসূল (সা:) বলেছেন,”তোমরা কি জান গীবত কি?সাহাবীগণ বলেন:(এই ব্যাপারে) আল্লাহ ও তার রাসূলই ভালো জানেন। তখন রাসূল (সা:)বললেন,(গীবত হচ্ছে) তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু বলা যা সে অপছন্দ করে। জিজ্ঞেস করা হল:আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে এই ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?তিনি বললেন, তুমি তার (দোষ -এুটি)সম্পর্কে যা বলেছ তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলে তুমি তার গীবত করেছ আর তা যদি না থাকে তাহলে তুমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাধ আরোপ করলে। ইমাম মহিউদ্দিন নববী রহিমুল্লাহ বলেন :গীবত হচ্ছে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান দোষ-এুটি নিয়ে আলোচনা করা যা সে অপছন্দ করে। চাই সে দোষ-এুটির সম্পক তার দৈহিক কাঠামো, দীনদারিতা,দুনিয়া,মানসিক, আকৃতি, চরিএ, ধন-সম্পদ, পিতামাতা, পোশাক, আনন্দ -ফূর্তি,চরিত্র হীনতা যাই হোক না কেন এসবের আলোচনা আপনি মুখে, বলে লিখে, আকার ইঙ্গিতে, ইশারায়, হাত দিয়ে অন্য যেকোনো উপায়ে করুক না কেন তা গীবত।

গীবতের প্রকারভেদ:

ওলামায়ে কেরামের পরিভাষায় গীবত মূলত ৩ প্রকার:

১.হারাম গীবত: কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ক্রুটি বণর্না দেওয়া যেটা সে অপছন্দ করে। এটা হারাম গীবত।

২.ওয়াজিব গীবত : মুসলিম সমাজকে বা ব্যক্তিকে সতর্ক করার জন্য দোষ -এুটি বণর্না করা ক্ষেএবিশেষে ওয়াজিব। যেমন -ইলমুল জারাহ ওয়াত তাদীলের ক্ষেএে যদি মুহাদ্দিসগণ রাবীদের দোষ-এুটি বণর্না না করতেন তাহলে সহীহ -যঈফ, গ্রহণযোগ্য-অগ্রহণযোগ্য হাদিস সমূহের মান নির্ধারন করা কখনোই সম্ভব হত নাহ।তাই এক্ষেএে দোষ বর্ণনা করা ওয়াজিব। বিবাহ-শাদীর ক্ষেএে যদি বর কনের সম্পকে জানতে চাওয়া হয় তাহলে দোষ-ক্রুটি স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া উচিত কোনো ব্যক্তি যদি খিয়ানতকারী অসৎ লোকের সাথে ব্যবসা করতে চায় সেই ব্যক্তিকে সতর্ক করার জন্য ওই অসৎ ব্যক্তির দোষ বণর্না করা ওয়াজিব। কারণ সে

না জেনে না বুঝে তার সাথে ব্যবসা করে ধোঁকায় পড়তে পারে। তাই তাকে সাবধান করা অপরিহার্য।

৩.মুবাহ বা জায়েজ গীবত: যদি নিন্দা করার পিছনে যুক্তিসংগত বা শরীয়ত সম্মত কোনো কারণ থাকে তবে সেই গীবত করা মুবাহ বা জায়েজ। যেমন :- জুলুমের বিচার প্রাপ্তির জন্য শাসকের কাছে নালিশ করার সময় গীবত করা।কোনো ব্যাক্তি যদি মাজলুম হয়ে বিচারকের কাছে গিয়ে বলে,'অমুক ব্যক্তি আমার টাকা আত্মাসাৎ করেছে,আমার প্রতি জুলুম করেছে, আমার বাড়িতে চুরি করেছে ইত্যাদি।তবে এটা হারাম গীবত এর অন্তর্ভুক্ত নাহ।

গীবতের কতিপয় পরিভাষা :

হাসান বসরী (রা:) বলেন :গীবতের তিনটি ধরন আছে। যার প্রত্যেকটি আল্লাহর কিতাব কুরআনে উল্লেখ আছে- গীবত,ইফক এবং বুহতান।

১.গীবত (পরনিন্দা) : গীবত হচ্ছে তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু দোষ-ক্রটির কথা বলা যা বাস্তবেই তার মধ্যে বিদ্যমান আছে।

২.ইফক(মিথ্যা রটনা): তোমার কাছে কারো দোষ-ক্রটির ব্যাপারে যে সংবাদ পৌঁছেছে সেটা বলে বেড়ানো বা যাচাই না করে অন্যকে বলা।যেমন:(মা আয়েশা (রা:) এর ব্যাপারে ঘটেছিল।

৩.বুহতান(অপবাদ) : রাসূলের উক্তি তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু বলা যা তার মাঝে নেই।তবে গীবতের আরো কিছু পরিভাষা আছে যা কুরআন ও সহীহ হাদিস দ্বারা বর্ণির্ত হয়েছে। যেমন -

৪.নামীমাহ(চোগলখোরি) : পরস্পরের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য একজনের কথা আরেকজনকে বলা।এটাকে নামীমাহ বা চোগলখোরি বলে।ইবনু হাজার (রহ:)বলেন:অনেকে ইখতিলাফ করেন যে, "গীবত ও নামীমাহ কি একই জিনিস নাকি ভিন্ন কিছু? "এ ব্যাপারে সঠিক উক্ত দুই পরিভাষার মধ্যে পাথর্ক্য রয়েছে। নামীমাহ হলো ফাসাদ সৃষ্টি করার মানসিকতা নিয়ে একজনের অপছন্দীয় কথা অন্যকে বলে দেওয়া সেটা জেনে বা না জেনে হোক।আর গীবত হলো কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ক্রটি বর্ণর্না করা যা সে অপছন্দ করে। এখানে সূক্ষ্ম পাথর্ক্য হলো নামীমাহ তে দ্বন্দ্ব বা অশান্তি সৃষ্টি করার হীন উদ্দেশ্য থাকে

কিন্তু গীবতের সেই উদ্দেশ্য নাও থাকতে পারে। নামীমাহ ধরনগত দিক থেকে গীবতের মতো হলেও ভয়াবহতার দিক থেকে এটা গীবতের চেয়েও মারাত্মক ও সমাজবিধ্বংসী কমর্কান্ড।কেননা চোগলখোরি এর মাধ্যমে সমাজে বিশৃঙ্খলা,মারামারি হানাহানি হিংসা-বিদ্বেষ ও অশান্তির দাবানল জ্বলে উঠে।

৫.হুমাযাহ-লুমাযাহ:পবিত্র কুরআনের সূরা হুমাযাহ তে এই দুটি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। হুমাযাহ শব্দের অর্থ হল, "সম্মুখে নিন্দাকারী।আর লুমাযাহ অর্থ পেছনে নিন্দাকারী। আবুল 'আলিয়াহ, হাসান বাছরী, রবী' বিন আনাস, মুজাহিদ, আত্বা প্রমুখ বিদ্বান বলেন, الْهُمَزَةُ: الَّذِي يَغْتَابُ وَيَطْعَنُ فِي وَجْهِ الرَّجُلِ، وَاللُّمَزَةُ: الَّذِي يَغْتَابُهُ مِنْ خَلْفِهِ إِذَا غَابَ، 'হুমাযাহ' হ'ল সেই ব্যক্তি, যে মানুষের মুখের উপর নিন্দা করে এবং দোষারোপ করে। আর 'লুমাযাহ' হ'ল সেই ব্যক্তি যে পিছনে তার অনুপস্থিতিতে নিন্দা করে'।[7]

৬.শাত্ম : 'শাত্ম'-এর অর্থ হ'ল- তিরস্কার করা, ভৎর্সনা করা, গালি দেওয়া, ব্যঙ্গ করা, কটূক্তি করা। অর্থাৎ সত্য কথার বিপরীতে কারো দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা, সেটা নিয়ে ঠাট্টা করা বা কটূক্তি করাকে 'শাত্ম' বলা হয়।[8] সাধারণ মানুষকে নিয়ে কটূক্তি করলে সেটা মহাপাপ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিয়ে যদি কেউ কটূক্তি করে, তাহ'লে তাকে হত্যা করা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে পৃথিবীর সকল মাযহাবের সকল আলেম একমত। রাসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গকারীকে 'শাতিমুর রাসূল' বলা হয়।[9

গীবত সম্পর্কে কুরআনের বাণীঃ

لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا * إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا * (نساء ১৪৮.১৪৯-

মন্দ কথার প্রচারনা আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে যার উপর যুলুম-অত্যাচার করা হয়েছে সে ব্যতীত। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। তোমরা সৎকাজ প্রকাশ্যে করলে অথবা গোপনে করলে কিংবা দোষ ক্ষমা করলে তবে আল্লাহ¬ও দোষ মোচনকারী, শক্তিমান। (নিসা-১৪৮,১৫৯)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ * (همزة(১ -

দূর্ভোগ প্রত্যেকের , যারা পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে। (হুমাযা-১)

وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ * هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ * مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ * (قلم(১৩.১২.১১.১০-

তোমরা অনুসরণ করো না তার যে কথায় কথায় কসম করে, যে লাঞ্চিত। পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়। (কলাম-১০-১৩)

لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلا * (احزاب(৬০-

অর্থঃ মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যধি আছে এবং যারা নগরে গুজব রটনা করে, তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করব। এরপর এ নগরীতে তোমার প্রতিবেশীরূপে ওরা স্বল্প সময়ই থাকবে। (আহযাব-৬০)

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * (مدثر(৪১-৪৫

অর্থঃ পাপীদেরকে যখন ছাকার নামক জাহান্নামের দারপ্রান্তে উপস্থিত করা হবে তখন ফেরেশতারা বলবে কোন পাপের কারনে আজ তোমাদেরকে এখানে আনা হয়েছে? তখন তারা উত্তরে বলবে, আমরা নামাজী ছিলাম না, আমরা মিসকিনদেরকে খাদ্য দান করতাম না এবং আমরা সমালোচক দের সাথে মিলে সমালোচনা করতাম। অর্থাৎ গীবতকারীদের সাথে মিলে গীবত করতাম। তাই আজ আমাদের এই পরিণতি। (মুদ্দাস্সির-৪০,৪৫)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ * (روم(৪১-

পৃথিবীর স্থল ও জলভাগে মানুষের নিজ হাতের কর্মের দ্বারা ফেৎনা-ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ে। তাদের কর্মের কিছু ফল আমি আস্বাদন করাই এ জন্য যে তারা প্রত্যাবর্তন করবে।

গীবতের পার্থিব পরিণামঃ

(১) গীবতকারীকে কেউ বিশ্বাস করে না, পছন্দ করে না, ভালবাসে না, মূল্যায়ন করে না এবং সবাই তাকে ঘৃণার চোখে দেখে।

(২) পারবারে বড়রা গীবত করলে তা ছোটদের মাঝে সংক্রমিত হয় এবং বাচ্চাদের মাধ্রমে তা প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের বাচ্চাদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে।

(৩) প্রতিবেশী ও শিশুর বন্ধুমহলে পরনিন্দার কারণে ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি ও শত্র‘‘তার সৃষ্টি হয়। যার শেষ পরিনতিতে বড়দের মাঝে এসে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে পপাস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়। হিংসা-বিদ্বেষ বিরাজ করে।

(৪) পরনিন্দার ফলে পরিবার ও সমাজে বিঃশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং সমাজে অশান্তি বিরাজ করে।

(৫) গীবত করা এক ধরণের রোগবিশেষঃ

قال عمر فاروق عليك بذكرك الله فانه شفاء واياك الغيبة و ذكر الناس فانه داء * (غيبة و برننده(

২৮। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বলেন, আল¬াহর জিকির করা রোগের ঔষধ স্বরূপ, গীবত করা রোগ বিশেষ। সুতরাং গীবত নামক রোগ হতে দূরে থাক।

(৭) গীবতের ফলে বিপদ ও বালা-মুসিবত নাযিল হয়। নিন্দাকারী অপমানিত ও লাঞ্চিত হয়।

(৮) গীবতকারী মুনাফিক ও ফাসিক হয়।

قال الله تعالى ان المنافقين فى الدرك الاسفل من النار * (القران(

২৯। নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে।

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اية المنافق ثلاثة اذا حدّث كذب و اذا وعد اخلف و اذا اوتمن خان * (الحديث(

রাসুল (সঃ) বলেন- মুনাফিকের আলামত তিনটি ১. কথা বললে মিথ্যা বলে, ২. ওয়াদা করলে খেলাফ করে, ৩. আমানত রাখলে খেয়ানত করে।

(৯) গীবতকারী বাঘের চেয়েও হিংস্র ও নিকৃষ্ট। কারন বাঘ আপন ভাইয়ের মাংশ খায় না, অথচ গীবতকারী আপন মৃত ভাইয়ের মাংশ ভক্ষনকারী।

(১০) গীবত করা অসৎচরিত্রের প্রমান দেয়, পক্ষান্তরে গীবত ত্যাগকারী সৎচরিত্রের পরিচয় দেয়।

(১১) গীবত ঈমানকে ন্যাড়া করে দেয়ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الغيبة و النميمة تمحطان الايمان * (الحديث)

৩০। রাসুল (সঃ) বলেন- গীবত ও চোগলখুরী ঈমানকে ছিলে ন্যাড়া করে দেয়।

(১২) ইবাদত বেশী করার চেয়ে গীবত ত্যাগ করা উত্তম।

(১৩) রোজা অবস্থায় গীবত করলে রোজা মাকরুহ হয়ে যায়।

(১৪) গীবতকারীর দোয়া কবুল হয় না এবং আল্লাহর রহমত পায় না।

(১৫) গীবত ঈর্ষার জন্ম দেয়, আর ঈর্ষা পূণ্যকে খেয়ে ছাপ করে দেয়।

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الحسد تأكل الحسنات كما تأكل الحطب فى النار * (الحديث)

৩১। রাসুল (সঃ) বলেন, ঈর্ষা-হিংসা-বিদ্বেষ পূণ্যকে খেয়ে ছাপ করে দেয়, যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে ছাপ করে দেয়।

গীবতের পরকালীন পরিণামঃ

(১) গীবতকারীর বিপক্ষে কিয়ামতের দিন দাবীদারদের অধিকারের ফরিয়াদ পূরণ করা হবে।

(২) বিচার দিবসে গীবতকারী লজ্জায় পতিত হবে।

(৩) কিয়ামতের দিনে গীবতকৃতের ও নিজ শরীরের গোশত ভক্ষন করতে দেয়া হবে।

(৪) বিচারদিবসে গীবতকারী নিজ হাতের নখ দিয়ে নিজের শরীরের গোশত আঁচড়াতে থাকবে।

(৫) জাহান্নামে পতিত হওয়ার পর গীবতকারীর খুজলী রোগ হবে।

(৬) গীবতকারী সবার আগে জাহান্নামে যাবে এবং সবার শেষে বেহেশতে যাবে।

(৭) পরকালে গীবতকারীকে বানরে রূপান্তর করা হবে।

(৮) এক তৃতীয়াংশ কবর আযাব গীবতের কারণে হবে।

(৯) কিয়ামতের দিন ৪র্থ মঞ্জিলে গীবত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং সেখানে ১০০০ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

গীবতের ধরন :

মানুষ নানাভাবে মানুষের গীবত করে থাকে। এখানে সংক্ষেপে গীবতের কিছু ধরণের উল্লেখ করছিঃ

(১) দৈহিক কাঠামোর গীবত করা, (২) পোষাাক-পরিচ্ছদের গীবত, (৩) বংশীয় ধারা তুলে গীবত করা,(৪) অভ্যাস,আচার-আচরণের, (৫) ইবাদতে কম-বেশীর গীবত, (৬) পাপাচারের কথা তুলে গীবত, (৭) সরাসরি/অনুকরণ জনিত, (৮) ইশারা-ইঙ্গিতে গীবত করা, (৯) উপহাস মূলক গীবত করা,(১০) শ্রবণ দ্বারা কানের গীবত, (১১) ঘৃণা দ্বারা অন্তরের গীবত, (১২) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রসংগে গীবত,(১৩) লেখনীর দ্বারা গীবত করা,(১৪) সভা-সমিতিতে দল বা বিপক্ষের গীবত করা। (১৫)মুসলিম এর গীবত (১৬)অমুসলিম এর গীবত(১৭) যুদ্ধ রত অমুসলিম শত্রুর গীবত।

মুসলিম এর গীবত :

মুসলিমের গীবত করা অকাট্যভাবে হারাম।মহান আল্লাহর বাণী,

,”তোমরা একে অপরের গীবত করো নাহ।তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করো? তোমরা তা ঘৃণা করো। “(সূরা আহযাব)

অএ আয়াতে মুসলমানদের একে অপরের গীবত করা হারাম ঘোষিত হয়েছে।

অমুসলিম এর গীবত :

ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের গীবত করাও হারাম।কারণ ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে জানমাল ও ইজ্জত -আব্রুর ক্ষেএে সে মুসলিম এর সমমর্যাদাসম্পন্ন।অতএব মুসলমানদের মতই তাদের জানমাল ও ইজ্জত -আব্রুতে হস্তেক্ষেপ করা হারাম।

যুদ্ধরত অমুসলিম শএুর গীবত :

ফিকহ এর গ্রন্থাবলি থেকে দেখা যায় যে অমুসলিম শএুর গীবত করা বৈধ।ইমাম রযী (র) তার তাফসীরে কাবীর শীর্ষক গ্রন্থে উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখায় লিখেছেন, কাফেরের গীবত করা বৈধ। সম্ভবত তিনি কাফের বলতে যুদ্ধরত অমুসলিম শএু কাফের কে বুঝিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালাই সর্বাধিক অবগত।

শারীরিক গঠন বা অবয়বের গীবত :

যেমন তাচ্ছিল্য করে বলা হয়- কানা, খোঁড়া, ল্যাংড়া, লম্বু, খাটো, বাঁটু, কালা, হলদে, ধলা, অন্ধ, ট্যারা, টেকো মাথা, চোখে ছানি পড়া, ঠোঁট মোটা, কান ছোট, নাক বোঁচা, ঠসা প্রভৃতি। উদ্দিষ্ট ব্যক্তি যদি এগুলো অপসন্দ করেন, তবে সেটা গীবত হয়ে যাবে।

চারিএিক-আচার আচরণের গীবত:

যেমন কাউকে উদ্দেশ্য করে বলা- ফাসেক্ব, খিয়ানতকারী, পিতামাতার অবাধ্য, গীবতকারী, পাক-নাপাকের ব্যাপারে উদাসীন, চোর, ছালাত পরিত্যাগকারী, যাকাত অনাদায়কারী, ব্যভিচারী, অহংকারী, বদমেজাযী, কাপুরুষ, দুর্বল মনের অধিকারী, ঝগড়াটে, নির্লজ্জ, দুশ্চিরিত্র, স্বেচ্ছাচারী, তাড়াহুড়াপ্রবণ, ঢিলা, রূঢ়, লম্পট, বেয়াদব, অভদ্র, পেটুক, বাচাল, নিদ্রাকাতর, অবিবেচক, অলস, ধূর্ত, প্রবঞ্চক, ধূমপায়ী, বিড়িখোর, নেশাখোর ইত্যাদি।

বংশের গীবত :

যেমন অবজ্ঞা করে বলা- অজাত, ছোটলোক, নিগ্রো, মুচি, চামার, মেথর, কাঠমিস্ত্রি, ভ্যানচালক, কামার, তাঁতি, পাঠান, বিহারী, বাঙ্গাল প্রভৃতি। বংশের দিকে বা পিতামাতার দিকে সম্বন্ধ করে অপসন্দনীয় যাই বলা হবে, সেটাই গীবত।

পোষাক-পরিচ্ছদের গীবত :

যেমন কারো পোষাক সম্পর্কে বলা, চওড়া আস্তিন, দীর্ঘ অাঁচল, নোংরা পোষাক পরিধানকারী, লম্বা আঁচলওয়ালী ইত্যাদি।

পরোক্ষ গীবত :

পরোক্ষ গীবত বলতে এমন পরনিন্দাকে বুঝায়, যা সরাসরি না বলে ভিন্ন আঙ্গিকে বলা হয়ে থাকে। নিমেণ তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হ'ল-

* কোন ব্যক্তির প্রসঙ্গ বলতে বলতে বা শুনতে শুনতে বলা- 'আল্লাহ তার নির্লজ্জতা থেকে পানাহ দিন' অথবা 'গোমরাহী থেকে পানাহ চাই' ইত্যাদি বলা। মূলতঃ এভাবে বলে আলোচিত ব্যক্তির নির্লজ্জতা ও গোমরাহীর কথা উল্লেখ হয়ে থাকে।

* 'কিছু লোক এই করে' বা 'কিছু মানুষ এই বলে' বলা। এই 'কিছু' শব্দের মাধ্যমে সম্বোধিত ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে বুঝানো হয়, তাহ'লে সেটা গীবত।

* 'অমুক পন্ডিত', 'অমুক ছাহেব', 'অমুক নেতা' ইত্যাদি তাচ্ছিল্যের সাথে বলা। অর্থাৎ দোষ বা ত্রুটি বর্ণনার সময় সম্বোধিত ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করলেও শ্রোতা বুঝে নিতে পারে কাকে উদ্দেশ্য করে এই কথাগুলো বলা হচ্ছে।

* কোন ব্যক্তির ব্যাপারে বলা 'অমুক ভাই/বন্ধু অপমানিত হওয়ার কারণে বা তার অমুক দোষ-ত্রুটির কারণে আমি কষ্ট পেয়েছি'। আলেমদের মতে, এখানে দো'আর মাধ্যমে বর্ণিত ব্যক্তির গীবত করে ফেলা হয়। কারণ তার সেই ত্রুটি গোপন ছিল, কিন্তু সে দো'আ করার মাধ্যমে সেটা সবার সামনে প্রকাশ করে দিল। যদি তার দো'আ করার উদ্দেশ্য থাকতো, সে নির্জনে সেই ভাইয়ের জন্য দো'আ করতে পারত।

পরোক্ষ গীবতের এরকম আরো অনেক উদাহরণ আছে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এগুলোকে গীবত মনে করে না। অথচ এগুলোও সর্বনাশা গীবত।

ইবাদতের গীবত :

ইবাদতের এুটি বিচ্যুতি উল্লেখ পূর্বক সমালোচনা করাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- অমুক ব্যক্তি উওমরূপে নামাজ পড়ে না অথবা রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে না বা নফল নামাজ পড়ে না অথবা রোযা সব রাখে না বা মাকরুহ ওয়াক্তে নামাজ পড়ে।

তাহাজ্জুদ ওয়াক্তে কতক লোক ঘুমিয়ে থাকলে শেখ সাদী (রহ:) তাদের সমালোচনা করলেন এবং বললেন, এই লোকগুলো যদি তাহাজ্জুদ পড়তো তবে কতই না ভালো হত।সাদীর পিতা এই কথা শুনে বললেন কতই না ভালো হত যদি তুমি তাহাজ্জুদ না পড়ে এদের মত ঘুমিয়ে থাকতে।

গুনাহের গীবত:

যেমন বলা : অমুক ব্যক্তি যেনা করেছে, গীবত করেছে বা তার অন্তর বিদ্বেষে পরিপূর্ণ , তার মিথ্যা বলার বহুল বদঅভ্যাস আছে, সে তার পিতা মাতাকে কষ্ট দেয়,সে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে চোর ইত্যাদি।

একবার শেখ সাদী(র) তার শিক্ষককে বললেন, অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। শিক্ষক বলেন, হে সাদী! তোমার মতে বিদ্বেষ পোষণ করা হারাম এবং গীবত করা হালাল? তুমি আমার নিকট অমুক ব্যক্তির গীবত করছো তার বিদ্বেষের উল্লেখ করে।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মতে নবী-রাসূলগণ ব্যতীত আর কোন মানুষই নিষ্পাপ নয়।প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কিছু না কিছু দোষ-ত্রুটি থাকে। কোনো ব্যক্তির মধ্যে বিদ্বেষ থাকলে অপরের মধ্য ঘৃনা করার অভ্যাস আছে। কেউ গীবত করে এবং কেউ গীবত শুনে।

হযরত উমর ফারুক (র:) বলেন,,"মুমিন ব্যক্তি পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য তিনটি জিনিসই যথেষ্ট ১)নিজে যে অপকর্মে লিপ্ত আছে অপরকে সেই অপকর্মে লিপ্ত থাকতে দেখলে তার সমালোচনা করা।২)অন্যর দোষ দেখে বেড়ায় কিন্তু নিজের দোষের ব্যাপারে অন্ধ।৩)নিজের প্রতিবেশিকে কষ্ট দেয়, হয়রানি করে।(আবুল লাইস আস-সামারকান্দি বাবুল গীবত এ উল্লেখ করেছেন)

জিহবার গীবত:

গীবতের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হ'ল জিহবা। আলাপচারিতা, কথা-বার্তা ও বক্তৃতায় যবানের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশী গীবত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الـمَشْرِق ، 'নিশ্চয়ই বান্দা কখনো কখনো এমন কথা

বলে ফেলে, যার পরিণাম সে চিন্তা করে না। অথচ এ কথার মাধ্যমে সে জাহান্নামের গভীরে নিক্ষিপ্ত হবে, যার দূরত্ব পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্বের সমপরিমাণ'।[10] অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، لاَ يُلْقِي لَهَا بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، 'বান্দা কখনো আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক এমন কথা বলে ফেলে, যার গুরুত্ব সে নিজেও উপলব্ধি করতে পারে না। অথচ এ কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে'।[11] আল্লাহর কিতাব ও রাসূলকে নিয়ে উপহাস করা, গীবত পরনিন্দা বা চোগলখুরি, গালি দিয়ে মুসলিমকে কষ্ট দেওয়াসহ প্রভৃতি কথার মাধ্যমে বান্দা গুরুতর পাপ করে ফেলে। তাই জিহবার হেফাযত অত্যন্ত যরূরী।[12]

অন্তরের গীবত:

কুধারণা, হিংসা, অহংকার এবং কেউ গীবত করলে সেটা অন্তর দিয়ে মেনে নেওয়া বা তা সমর্থন করার মাধ্যমে অন্তরের গীবত হয়। ইবনে হাজার হায়তামী (রহঃ) বলেন, الْغِيبَةُ بِالْقَلْبِ هِيَ أَنْ تَظُنَّ بِهِ السُّوْء 'অন্তরের গীবত হচ্ছে কারো ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করা'।[13] ইমাম মাক্বদেসী (রহঃ) বলেন,قد تحصل الغيبة بالقلب، وذلك سوء الظن بالمسلمين، 'মুসলিমদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করার মাধ্যমে অন্তরের গীবত সংঘটিত হয়'।[14] ইমাম গাযালী বলেন, মুখের ভাষায় গীবত বা পরনিন্দা করার ন্যায় মনে মনে কুধারণা পোষণ করাও হারাম। অর্থাৎ ভাষার ব্যবহারে কারো গীবত করা যেমন হারাম, অনুরূপভাবে মনে মনে কাউকে খারাপ বলা বা খারাপ ধারণা করাও হারাম'। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিক ধারণা হ'তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা পাপ। আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ কর না এবং পরস্পরের পিছনে গীবত কর না' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। মহান আল্লাহ একমাত্র গায়েব জানেন এবং মানুষের হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনের খবর রাখেন। আর ইবলীসের কাজ হচ্ছে বান্দাকে ধোকা দিয়ে তার মনের মধ্যে মন্দ ধারণা প্রোথিত করা। আর বান্দা যদি কারো প্রতি খারাপ ধারণা করে ফেলে, তাহ'লে ইবলীসকে সত্যায়ন করা হয়ে যায়। আর ইবলীসকে সত্যায়ন করা হারাম। ফলে কারো ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করাও হারাম। কারণ কুধারণার মাধ্যমে গুপ্তচরবৃত্তি বা গোয়েন্দাগিরি করার মানসিকতা গড়ে ওঠে, যা আরেক ধরনের কাবীরা গুনাহ। তাই আল্লাহ অত্র আয়াতে কুধারণার মাধ্যমে অন্তরের গীবত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে গুপ্তচরবৃত্তি ও ছিদ্রান্বেষণ করতে নিষেধ করেছে। তারপর বিশেষভাবে গীবত না করার আদেশ প্রদান করেছেন।[15]

ইশারা-ইঙ্গিতের গীবত :

কখনো কখনো চোখ, হাত ও মাথার ইশারার মাধ্যমেও গীবত হয়ে থাকে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, دَخَلَت امْرَأَةٌ قَصِيرَةٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقُلْتُ بِإِبْهَامِي هَكَذَا، وَأَشَرْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَصِيرَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْتَبْتِهَا 'একজন খাটো মহিলা (আমাদের ঘরে) প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বসেছিলেন। আমি আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে এভাবে ইশারা করে বললাম, أَنَّهَا قَصِيرَةٌ 'সে তো বেঁটে মহিলা'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি তো তার গীবত করে ফেললে'।[16] অপর বর্ণনায় সেই আগন্তুক মহিলার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। হুযাইফা (রাঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বললাম, حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ: تَعْنِي قَصِيرَةً، 'ছাফিইয়াহ (রাঃ)-এর ব্যাপারে এতটুকুই বলা যথেষ্ট যে, তিনি এরূপ অর্থাৎ খাটো প্রকৃতির। তিনি বললেন, لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ، 'তুমি এমন একটি কথা বলেছ, যদি তা সমুদ্রে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে সমুদ্রের পানির রং পাল্টে যাবে'। আয়েশা (রাঃ) বলেন, وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا، '(আরেক দিন) আমি এক ব্যক্তিকে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নকল করলাম। তিনি বললেন, আমাকে এতো এতো সম্পদ দেওয়া হ'লেও আমি কারো অনুকরণ পসন্দ করবো না'।[17] ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'আয়েশা (রাঃ) গীবত করার উদ্দেশ্যে ছাফিয়্যা (রাঃ)-এর দোষ বর্ণনা করেননি; বরং বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে তার ব্যাপারে খবর দেওয়াই ছিল মূল উদ্দেশ্য। তথাপি সেটা গীবতের পর্যায়ভুক্ত ছিল'।[18] সুতরাং গীবতের প্রকাশ হচ্ছে সেই দোষ বর্ণনা দেওয়ার মতোই। সংকেত, অঙ্গভঙ্গি, চোখ টেপা, ইশারা-ইঙ্গিত এবং অপরকে হেয় করা বুঝায় এমন প্রত্যেক কিছুই গীবতের অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে পগীবতকে সমর্থন দেওয়াও গীবত। কেননা গীবত শ্রবণকারীও গীবতের দায় এড়াতে পারবে না, যদি না সে অন্তর দিয়ে সেটা প্রত্যাখ্যান করে এবং মুখের ভাষায় সেটার প্রতিবাদ করে।[19]

লেখনীর মাধ্যমে গীবত : :

মানুষের মনের ভাব ও মতামত প্রকাশের একটি বড় মাধ্যম হ'ল লেখা। গাযালী (রহঃ) বলেন, وكذلك الغيبة بالكتابة فإن القلم أحد اللسانين 'লেখার মাধ্যমেও গীবত হয়ে থাকে। কেননা কলম দুই ভাষার একটি'।[20] ড. সাঈদ ইবনে ওয়াহফ আল-কাহত্বানী (রহঃ) বলেন, 'গীবত শুধু মুখের ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং গীবতকারী যে কোন মাধ্যমে অপরের কুৎসা রটাতে পারেন। হ'তে পারে সেটা ইশারা-ইঙ্গিত, কাজ-কর্ম, অঙ্গ-ভঙ্গি, ভেংচানো, খোঁটা দেওয়া

ও লেখালেখির মাধ্যমে অথবা যার নিন্দা করা হচ্ছে তিনি অপসন্দ করেন এমন যে কোন মাধ্যমে'।[21]

গীবতের বৈধ পন্থা :

আল্লামা ইমাম নববী (র) বলেন, সৎ ও শরীয়তসম্মত উদ্দেশ্য সাধন যদি গীবত ছাড়া সম্ভব না হয় তবে এ ধরনের গীবতে কোন দোষ নেই। ছয়টি কারণে এরূপ হতে পারে,

১ম কারণঃ অন্যায়, অত্যাচার ও যুলুমের বিপক্ষে আবেদন উপস্থাপন করা। নির্যাতিত ব্যক্তি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, বিচারক বা এমন সব ব্যক্তিদের কাছে যালিমের বিপক্ষে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারে যাদের যালিমকে দমন করার শক্তি বা কর্তৃত্ব এবং মযলূমের প্রতি ন্যায়বিচার করার ক্ষমতা রয়েছে। এক্ষেত্রে সে বলতে পারে অমুক ব্যক্তি আমার উপর অত্যাচার করেছে।

২য় কারণঃ ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ এবং সৎকাজের মাধ্যমে পাপের কাজের অবকাশ বন্ধ করার জন্য সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু বলা। এ উদ্দেশ্যে কারো কাছে যার দ্বারা আল্লাহদ্রোহী কার্যকলাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তার বিপক্ষে এভাবে বলা, অমুক ব্যক্তি এরূপ কাজ করছে। আপনি তাকে শাসিয়ে দিন। তার উদ্দেশ্য হবে শুধু অবৈধ কার্যকলাপ উদ্ঘাটন ও তার প্রতিরোধ। এ রকম উদ্দেশ্য না থাকলে অনর্থক কারো বিপক্ষে অভিযোগ করা হারাম।

৩য় কারণঃ কোন বিষয়ে ফাত্ওয়া চাওয়া। মুফতী সাহেবের কাছে গিয়ে বলা আমার উপর পিতা, ভাই, স্বামী অথবা অমুক ব্যক্তি এভাবে অত্যাচার করেছে। তার জন্য এসব করা কি উচিত? তার হাত হতে আমার বাঁচার, অধিকার আদায় করার এবং যুলুমকে প্রতিরোধ করার কি পন্থা আছে প্রয়োজনবশতঃ এসব কথা এবং এ ধরনের আরো কথা বলা জায়েয। কিন্তু সঠিক ও সর্বোত্তম পন্থা হল এভাবে বলা, কোন ব্যক্তি অথবা কোন স্বামী যদি এরূপ আচরণ করে তবে তার ব্যাপারে মতামত কি? কারণ এভাবে বললে কাউকে সুনির্দিষ্ট না করেই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। এসব সত্ত্বেও ব্যক্তি নামোল্লেখ করাও জায়েয।

৪র্থ কারণঃ মুসলিমদেরকে খারাপ কাজের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করা এবং উপদেশ দেয়া। এটা কয়েকভাবে হতে পারে।

(১) হাদীসের বর্ণনা এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যাপারে যেসব ব্যক্তির দোষত্রুটি রয়েছে যাচাই-বাছাই করে তা বলে দেয়া। মুসলমানদের ইজমা'র ভিত্তিতে এটা শুধু জায়েযই নয় বরং বিশেষ প্রয়োজন ও অবস্থায় ওয়াজিবও। পরামর্শ দেয়া, যেমন, কোন ব্যক্তিকে বিয়ের ব্যাপারে, কারো সাথে কোন বিষয়ে অংশীদার হওয়ার ব্যাপারে, আমানত ও লেন-দেনের ব্যাপারে অন্য পক্ষের কিংবা কাউকে প্রতিবেশি বানানোর ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে পরামর্শদাতার কর্তব্য হলো তথ্য গোপন না করা বরং নসীহতের নিয়তে মন্দ দিকসমূহ উল্লেখ করা উচিত। যখন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে দেখা যায়, সে শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত ব্যক্তির ব্যাপারে সন্দেহ ও উৎকণ্ঠায় পতিত হয়েছে অথবা কোন তালেবে এলেমকে কোন ফাসেকের কাছে জ্ঞানার্জন করতে দেখা যাচ্ছে এবং এ অবকাশে সে ঐ ব্যক্তির ক্ষতি করার আশঙ্কা থাকলে তখন তার কাছে উপদেশের মাধ্যমে ফাসেক ব্যক্তির স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়া কর্তব্য। এসব ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝিরও যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে উপদেশ প্রদানকারীকে হিংসা-বিদ্বেষের শিকার হতে হয়। কখনও শয়তান তাকে ধোঁকা দিয়ে এ ধারণা সৃষ্টি করে, এটা নিছক উপদেশ বৈ কিছু নয়। সুতরাং ব্যাপারটাকে গভীর ও সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করে অগ্রসর হতে হবে।

(২) কোন ব্যক্তিকে কোন বিষয়ে দায়িত্বশীল বানানো হল। কিন্তু সে তা পালনে অক্ষম অথবা সে ঐ পদের অনুপযুক্ত, অথবা সে ফাসিক বা অলস ইত্যাদি। এক্ষেত্রে যার এসব বিষয়ে কর্তৃত্ব বর্তমান এবং সে ইচ্ছে করলে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে কিংবা অপর কোন যোগ্য ব্যক্তিকে দায়িত্ব দিতে পারে অথবা সে তাকে ডেকে নিয়ে তার যাবতীয় দুর্বলতা-অক্ষমতা দেখিয়ে দেবে এবং সে সংশোধন হয়ে উপযুক্তভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে। এতে উর্ধতন কর্মকর্তা তার সম্পর্কে অমূলক ধ্যান-ধারণা বা ধোঁকায় নিমজ্জিত হওয়া থেকে বাঁচতে পারবে। সে তাকে ডেকে নিয়ে একথাও বলতে পারে, হয় সে যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করবে নতুবা তাকে অব্যাহতি দেয়া হবে না।

৫ম কারণঃ কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে ফাসেকী ও বিদয়াতী কাজ করে। যেমন প্রকাশ্যে শরাব পান করে, মানবের উপর অত্যাচার করে, কারো ধন-সম্পদ জোরপূর্বক হরণ করে, জনসাধারণের কাছ হতে অন্যায়ভাবে কর আদায় করে, অবৈধ কার্যকলাপে রত হয় ইত্যাদি। এ ব্যক্তির কার্যকলাপের আলোকপাত করা যাবে। তবে তার কৃত কু-কর্ম ছাড়া অন্য কিছু বর্ণনা করা বৈধ নয়। তবে উল্লেখিত কারণ ছাড়াও অপর কোন কারণ থাকলে ভিন্ন কথা।

৬ষ্ঠ কারণঃ পরিচয় দেয়া, কোন ব্যক্তিকে তার বিশেষ উপাধি বা তার কোন দৈহিক ত্রুটির বর্ণনা করে পরিচয় করিয়ে দেয়া বৈধ। যেমন রাতকানা, পঙ্গু, বধির, অন্ধ, টেরা ইত্যাদি এভাবে কারো পরিচয় দেয়া বৈধ। তবে কাউকে হেয় করা বা অসম্মান প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে এসব শব্দ ব্যবহার করা হারাম। এসব ত্রুটির বর্ণনা ছাড়া ওপর কোনভাবে পরিচয় করিয়ে দিতে পারলে তাই উত্তম। ওলামায়ে কিরাম এ ছয়টি কারণ বর্ণনা করেছেন। এর অধিকাংশই ইজমার ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত। সুপ্রসিদ্ধ হাদীসে এসবের প্রমাণ রয়েছে। কিছু দলীল এখানে বর্ণনা করা হলো।

১৫৩২ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) এক ব্যক্তি নবী (স)-এর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইল। তিনি বললেন, ‘তাকে অনুমতি দাও। এ ব্যক্তি স্ববংশীয় খুবই নিকৃষ্ট লোক।’(বুখারী ও মুসলিম)

১৫৩৩ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, “অমুক অমুক ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের কিছু অবগত রয়েছে বলে আমি মনে করি না।” (বুখারী)

লাইছ ইবনে সা’দ (র) বলেনঃ সেই দুই ব্যক্তি ছিল মুনাফিক।

১৫৩৪ হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি নবী (স)-এর কাছে গিয়ে বললাম, আবু জাহাম ও মুয়াবিয়া আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, মুয়াবিয়া তো গরীব ব্যক্তি, তার কোন সম্পদ নেই। আর আবু জাহম, সে তো কাঁধ হতে লাঠি নামায় না।(বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে, আবু জাহাম সে তো মেয়েলোক পিটাতে উস্তাদ। এ কথাটি ‘সে কাঁধ হতে লাঠি নামায় না’ বাক্যের ব্যাখ্যা। এর আরো অর্থ বলা হয়েছে, অধিক

ভ্রমণকারী।

১৫৩৫ হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে কোন এক ভ্রমণে বের হলাম। এ ভ্রমণে লোকদের খুব কষ্ট হচ্ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই (তার সঙ্গীদের) বলল, রাসূলুল্লাহর সাথীদের জন্য কিছু ব্যয় কর না; যাতে তাঁর সঙ্গ ছেড়ে চলে যায়। সে আরো বলল, আমরা যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করতে পারি, তবে আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিরা নীচ ও হীন ব্যক্তিদের বহিষ্কার করে দেবে। আমি (যায়েদ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে তাঁকে একথা জানালাম। তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে ডেকে পাঠালেন। সে জোরালো শপথ করে বলল, সে একথা বলেনি। ব্যক্তিরা বলতে লাগল, যায়েদ রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে মিথ্যা বলেছে, এ কথায় আমি মনে খুব আঘাত পেলাম। এরপর মহান আল্লাহ্ আমার কথার সত্যতা প্রতিপাদন করে এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন, আরবী "অর্থাৎ হে নবী! এ মুনাফিকরা যখন তোমার কাছে আসে তখন বলে (সূরা মুনাফিকূনঃ ১-৫)

নবী করীম (স) এ মুনাফেকদের উদ্দেশ্যে ক্ষমা চাওয়ার জন্য তাদের ডাকলেন। কিন্তু তারা (মুনাফেকরা) গর্বের সাথে মাথা ফিরিয়ে নিল।(বুখারী ও মুসলিম)

১৫৩৬ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা (রা) নবী (স)-এর কাছে এসে বলল, আবু সুফিয়ান (রা) অধিক কৃপণ ব্যক্তি। সে আমার ও ছেলেমেয়েদের সংসার খরচা প্রয়োজনমত দেয় না । তবে আমি তার অজান্তে তা নিয়ে প্রয়োজন পূরণ করি। তিনি বলেন, স্বাভাবিকভাবে তোমার ও তোমাদের যতটুকু প্রয়োজন শুধু ততটুকুই নিতে থাক।(বুখারী ও মুসলিম)

নাজায়েজ গীবত এর সংজ্ঞা:

শরীআতে যে গীবত নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা হলো: যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত নয়, তার পাপাচারের দ্বারা লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এবং সে নির্লজ্জও নয়, তার গীবত করা এবং এর দ্বারা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করাই উদ্দেশ্য, কোন দীনি ফায়দা অর্জন উদ্দেশ্য নয়। নামোল্লেখ না করে অনুপস্থিত ব্যক্তির গীবত করা বৈধ। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত, যে নির্লজ্জ, যে গোপনে পাপাচারে লিপ্ত এবং তার দ্বারা অপরের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা আছে এদের গীবত করাও বৈধ।

গীবত চূড়ান্তভাবেই হারাম এবং সরাসরি কুরআনের আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত। গীবত হারাম, তা কেউ অস্বীকার করলে সে কাফের হয়ে যাবে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি বলে, গীবত করা বৈধ তবে সে কাফের হয়ে যাবে এবং সৎপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

فكرهتموه . "তোমরা একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? তা তোমরা ঘৃণাই করবে" (সূরা হুজুরাত: ১২)।

কোন একটি ব্যাপারে দুই ব্যক্তি হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) ও সালমান ফারসী (রা)-র গীবত করার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলে তিনি বলেনঃ তোমাদের উভয়ের দাঁতে আমি গোশতের রং দেখতে পাচ্ছি। তারা বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আজ সারা দিন আমরা গোশত খাইনি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা আজ উসামা ও সালমানের গোশত খেয়েছ। কারণ তোমরা তাদের গীবত করেছ। তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

الْغِيْبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا

"গীবত যেনার চেয়েও মারাত্মক" (ইবনে আবিদ দুনয়ার সীরাতে আহমাদিয়া)।

الْغَيْبَةُ أَشَدُّ مِنْ ثَلْثِينَ زِنَةٍ فِي الْإِسْلام.

'ইসলামে গীবত তিরিশ বার যেনার চেয়েও মারাত্মক' (আইনুল ইলম)।

যেনা যেমন ঘৃণিত বিষয়, গীবতও তদ্রূপ ঘৃণিত বিষয়। যেনায় লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহর অধিকার খর্ব করে তাঁর বিধান লংঘনের মাধ্যমে। অপরাধী তওবা করলে আল্লাহ তার অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু গীবতকারী আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর বান্দা দুইজনের অধিকার খর্ব করে। এ ক্ষেত্রে গীবতের দ্বারা যার সম্মানে আঘাত হানা হয়েছে সে অপরাধীকে ক্ষমা না করলে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন না।

এক কালের বলখের বিলাসপ্রিয় সামন্তরাজ ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) কিছু সংখ্যক লোককে নিজ বাড়িতে দাওয়াত করেন। তারা আহার করতে বসে এক ব্যক্তির গীবত শুরু করে দিল। ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) বললেন, আগেকার লোকেরা প্রথমে মুখে রুটি ভরতো, অতঃপর গোশত খেত। আর একালে আমি দেখছি তোমরা প্রথমে মুখে মানুষের গোশত ভরছো, অতঃপর রুটি খাচ্ছ (তাযকিরাতুল আওলিয়া)।

ইবনুল মুবারক (র)-এর নিকট এক যুবক উপস্থিত হয়ে বললো, আমি এমন এক মারাত্মক গুনাহ করে ফেলেছি যা ব্যক্ত করা যায় না। তিনি বলেন, বলো তুমি কি গুনাহ করেছ? যুবক বললো, আমি যেনা করেছি। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) বললেন, আলহামদু লিল্লাহ? যাক তুমি গীবত করোনি। কারণ গীবত যেনার চেয়েও মারাত্মক (তাযকিরাতুল আওলিয়া)।

কাব ইবনে আহবার (রা) বলেন, আমি আগেকার নবীগণের কিতাবে গীবত সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনা পড়েছি: "গীবত এমন একটি নিকৃষ্ট কাজ, যে ব্যক্তি বরাবার তার চর্চা করে এবং তা থেকে তওবা করে না সে সর্বপ্রথম দোযখে যাবে। আর যে ব্যক্তি গীবত করে তওবা করেছে সে বেহেশতে যাবে কিন্তু সবশেষে" (ইমাম গাযালীর কীমিয়ায়ে সাআদাত)।

অতএব যে ব্যক্তি গীবত করে সে নিজেরই ক্ষতি করে। উমার ফারুক (রা) বলেন, 'তুমি গীবত পরিহার করো এবং মানুষের বদনাম করো না, কারণ তা রোগবিশেষ (ইয়া উলূমিদ্দীন)।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি পার্থিব জগতে নিজের ভাইয়ের গোশত খেয়েছে (গীবত করেছে) কিয়ামতের দিন তাকে মানুষের গোশত খেতে বাধ্য করা হবে এবং এভাবে সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে (তারগীব তারহীব)। কাতাদা (র) বলেন, মানুষ যেভাবে তার মরা ভাইয়ের গোশত খাওয়াকে ঘৃণা করে তদ্রূপ গীবত করা থেকেও নিজেকে বিরত রাখবে এবং নিজেকে যেন দোযখে নিক্ষেপ না করে (জালালাইন-এর টীকায়)।

ইমাম যয়নুল আবিদীন (র) বলেন, 'গীবত হলো সেইসব লোকের তরকারি যারা কুকুর' (কীমিয়ায়ে সাআদাত)। ইমাম সাহেব গীবতকারীদের কুকুরের সাথে এজন্য তুলনা করেছেন

যে, কুরআন মজীদে গীবতকে মৃতের গোশত খাওয়ারসাথে তুলনা করা হয়েছে। আর কুকুর সাধারণত মৃত জীবের গোশত খায়। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, 'গীবত হচ্ছে পাপাচারীদের ভোজসভা' (নুযহাতুল মাজালিস)।

গীবত ও চোগলখোরির মধ্যে পার্থক্য:

গীবত ও চোগলখোরির মধ্যে পার্থক্য এই যে, "দুই ব্যক্তির মাঝে সংঘাত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের নামে মিথ্যা কথা বানিয়ে অপরজনের নিকট বলাকে" চোগলখোরি বলে এবং কোন ব্যক্তির দোষ তার অনুপস্থিতিতে গেয়ে বেড়ানোকে গীবত বলে। অতএব যেখানে চোগলখোরি হয় সেখানে গীবতও বিদ্যমান আছে। ইমাম নববী (র) সহীহ মুসলিমের ভাষ্যগ্রন্থে এই সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে গীবত ও চোগলখোরির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যাকে গীবত বলা হয়, তাই চোগলখোরি। কোন কোন মনীষীর মতে অজ্ঞাত দোষত্রুটি ফাস করে দেওয়াকে চোগলখোরি বলে। ইমাম গাযালী (র) ইহয়া উলূমিদ্দীন গ্রন্থে উপরোক্ত কথাই পছন্দ করেছেন। কিন্তু হাদীসসমূহের আলোকে চিন্তা করলে প্রথমোক্ত মতই সঠিক মনে হয়। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

গীবত পরিহার ইবাদত এর চেয়েও উত্তম:

কোন কোন তাবিঈ বলেছেন, আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের লক্ষ্য করেছি যে, তাঁরা গীবত প্রতিহত করাকে নামায-রোযার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত মনে করতেন (ইহয়া উলূমিদ্দীন)। তা সত্ত্বেও নামায সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত এবং কোন কোন মনীষী রোযাকে সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ইবাদতসমূহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কিন্তু সাহাবায়ে কিরাম (রা) কয়েকটি কারণে গীবত পরিহার করাকে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত মনে করতেন।

যেমন নামায-রোযা আল্লাহ তাআলার এমন ইবাদত যা পরিত্যাগ করলে কেবল আল্লাহ্র অসন্তোষের শিকার হতে হবে। কিন্তু গীবতের বেলায় আল্লাহর নির্দেশ লংঘিত হয় এবং বান্দার অধিকারও খর্ব হয়। আল্লাহর নাফরমানি ক্ষমাযোগ্য। কারণ তিনি বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ ও করুণাময়। এমনকি তিনি তাঁর নাফরমান কাফের বান্দাদেরও সুখশান্তি দান করেন। গুনাহগার বান্দা দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলে, অনুতপ্ত হলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু গীবত এমন একটি পাপাচার যে, তাতে লিপ্ত

ব্যক্তি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলেই পাপমুক্ত হতে পারে না। গীবতকারী যতক্ষণ গীবতকৃত ব্যক্তির নিকট ক্ষমা না চাইবে ততক্ষণ আল্লাহ পাক তার পাপ ক্ষমা করবেন না। কারণ সে গীবত করে এক ব্যক্তির মান-সম্মানে আঘাত হেনেছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

مِنْ أَرْبَى الرِّبوا الاسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَق. ٍ

"অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের মান-ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা সুদের পাপের চেয়েও মারাত্মক" (বায়হাকী)।

দ্বিতীয়তঃ পাপাচার ত্যাগ করা ইবাদত করার চাইতে অধিক ফযীলাতপূর্ণ। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ইবাদত করে না কিন্তু শরীআতে নিষিদ্ধ পাপাচার থেকে নিজেকে দূরে রাখে, সে এমন ব্যক্তির চেয়ে উত্তম যে ইবাদতও করে এবং সগীরা-কবীরা সব গুনাহেও লিপ্ত থাকে, বিশেষত সেই সব গুনাহে যা গীবতের মত নিকৃষ্ট। এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, এক ব্যক্তি প্রচুর ইবাদতও করে আবার প্রচুর পাপাচারেও লিপ্ত থাকে এবং অপর ব্যক্তি কম ইবাদত করে এবং পাপাচারেও কম লিপ্ত হয়, এদের মধ্যে কে উত্তম? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কম ইবাদত করে এবং কম পাপ করে (তামবীহুল গাফিলীন)।

তৃতীয়তঃ প্রতিটি পাপাচারই ব্যাধি। যে ব্যাধির প্রতিশেধক সম্পর্কে লোকেরা অবহিত সেই ব্যাধি কম মারাত্মক। কিন্তু যে ব্যাধির প্রতিশেধক এখনও আবিষ্কৃত হয়নি তা অধিক মারাত্মক। তা থেকে নিরাময় লাভ করা দুষ্কর। গীবত এমন একটি রোগ যার প্রতিশেধক মানুষের জানা নাই। কারণ গীবতে যে কি পরিমাণ ক্ষতি হয় তা মানুষ অনুমান করতে পারে না।

তাই আমাদের বাকযন্ত্র সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। কারণ গীবতের মত ধ্বংসাত্মক গুনাহসহ অধিকাংশ গুনাহ আমাদের মুখের দ্বারা সংঘটিত হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জিহ্বা স্পর্শ করে বলেন: 'এটা এমন একটি অঙ্গ যার সম্পর্কে প্রত্যেক ব্যক্তির খুব সতর্ক থাকা প্রয়োজন' (ইবনে মাজা)। অপর এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرِّ اثْنَيْنِ وَلَجَ الْجَنَّةَ. َ

"আল্লাহ যাকে দু'টি জিনিস থেকে বাঁচাবেন সে জান্নাতের অধিকারী হবে।"

সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা কি? তিনি বলেন:

مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رَجُلَيْهِ

"একটি হলো দুই ঠোঁটের মাঝখানের জিনিস (জিহ্বা) এবং অপরটি হলো দুই পায়ের মাঝখানের জিনিস (যৌনাঙ্গ)" (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক)।

লোকেরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, কোন্ জিনিসের কারণে মানুষ দোযখে যায়। তিনি বলেন: দুটি অঙ্গের কারণে-'মুখ ও যৌনাঙ্গ' (ইবনে মাজা)

لا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

"তোমরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, গীবত করো না এবং পার্থিব মোহে বিভোর হয়ে পড়ো না। আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে যাও" (হাকেম, অধ্যায়-কিতাবুল বির ওয়াস-সিলাহ)।

গীবতের ক্ষতি:

গীবতের দ্বারা প্রচুর ক্ষতি হয়, পার্থিব জগতেও পরজগতেও। গীবতকারী দুনিয়া-আখেরাত উভয় স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গীবতের ক্ষতি নিম্নরূপ: (এক) গীবতকারীর দোয়া কবুল হয় না। যে ব্যক্তি অনবরত গীবতে লিপ্ত থাকে সে খুব কমই অনুতপ্ত হয়। তাই তার দোয়া কবুল হয় না এবং তার প্রতি করুণা বর্ষিত হয় না।

লোকেরা ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র)-র নিকট অভিযোগ করলো যে, তারা দোয়া করছে কিন্তু কবুল হচ্ছে না, এর কারণ কি? তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে আটটি দোষ রয়েছে, ফলে তোমাদের অন্তরের সজীবতা নষ্ট হয়ে গেছে, তাই তোমাদের দোয়া কবুল হয় না।

(১) তোমরা আল্লাহর মহত্ব স্বীকার করো কিন্তু তাঁর অধিকার আদায় করো না, তাঁর বিধানের আনুগত্য করো না।

(২) তোমরা কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করো কিন্তু তদনুযায়ী কাজ করো না।

(৩) তোমরা মুখে মুখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ করো কিন্তু তাঁর হাদীস মোতাবেক জীবনযাপন করো না। অথচ ভালোবাসার দাবি এই যে, কাউকে ভালোবাসলে তার মর্জি অনুযায়ী কাজ করতে হয়।

(৪) তোমরা কথায় কথায় বলো যে, তোমরা মৃত্যুর ভয় করো কিন্তু তার প্রস্তুতি স্বরূপ ইবাদত করো না। অথচ কোন ব্যক্তি যে জিনিসকে ভয় করে সে তা থেকে মুক্তি লাভের পথ অন্বেষণ করে।

(৫) মহান আল্লাহ বলেন:

ان الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخَذُوهُ عَدُوا

'শয়তান তোমাদের দুশমন, অতএব শয়তানকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ করো' (সূরা ফাতির: ৬)।

অথচ তোমরা অহরহ পাপাচারে লিপ্ত হয়ে রয়েছো এবং শয়তানকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছো।

(৬) তোমরা মুখে বলছো যে, তোমরা দোযখের ভয় করো কিন্তু নিজেরাই নিজেদের দোযখে নিক্ষেপ করছো।

(৭) তোমরা বেহেশতে যাওয়ার আকাঙ্খা জাহির করছো অথচ বেহেশতে যাওয়ার পাথেয় সংগ্রহ করছো না।

(৮) তোমরা অপরের দোষ চর্চা (গীবত) করছো অথচ নিজেদের দোষের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করছো না। এসব কারণে তোমাদের অন্তর মরে গেছে তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র রহমাত নাযিল হচ্ছে না এবং তোমাদের দোয় হচ্ছে না।

(দুই) গীবতের কারণে আমলনামা থেকে সৎ কাজের পরিমাণ কমে যায়। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) বলেন, কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি তার আমলনামায় এমন কিছু নেক আমল দেখতে পাবে যা সে কখনও করেনি। সে বলবে, হে প্রভু! এসব নেক কাজ তো আমি করিনি, তা কিভাবে আমার আমলনামায় যুক্ত হলো? মহান আল্লাহ বলবেন, যেসব লোক তোমার গীবত করেছে তাদের আমলনামা থেকে তাদের নেক কাজ বিয়োগ করে তা তোমার আমলনামায় লিখে দেওয়া হয়েছে (তামবীহুল গাফিলীন, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব)। একই সাহাবী থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি তার আমলনামায় তার কোন কোন নেক আমল লিপিবদ্ধ না দেখে জিজ্ঞেস করবে, হে আল্লাহ! আমি তো পার্থিব জীবনে এই এই নেক কাজ করেছি অথচ তা আমার আমলনামায় দেখতে পাচ্ছি না! মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি অমুক অমুক লোকের গীবত করেছো। তাই তোমার আমলনামা থেকে

তা বিয়োগ করে তুমি যার গীবত করেছো তার আমলনামায় যোগ করে দিয়েছি (তারগীব তারহীব)।

হাসান বসরী (র) জানতে পারলেন যে, এক ব্যক্তি তাঁর গীবত করছে। তিনি তার জন্য কিছু উপহার সামগ্রী পাঠালেন এবং বললেন, তুমি আমার গীবত করে তোমার নেক আমল আমাকে দিয়ে দিয়েছো। তাই তোমার জন্য এই উপহার সামগ্রী পাঠালাম (নুযহাতুল মাজালিস)।

একদা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন: দেউলিয়া কে তা কি তোমরা জানো? সাহাবীগণ বললেন, যার কোন অর্থ সম্পদ নাই। তিনি (স) বললেন: না অর্থ-সম্পদহীন ব্যক্তি দেউলিয়া নয়। বরং কিয়ামতের দিন দেখা যাবে কোন ব্যক্তি এমন অবস্থায় উপস্থিত হয়েছে যে, সে প্রচুর নামায-রোযা করেছে, যাকাত দিয়েছে কিন্তু সে কারো জায়গা-জমি, অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, কারো গীবত করেছে, কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে অত্যাচার করেছে বা হত্যা করেছে। সেদিন আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রাপ্য পূর্ণরূপে পরিশোধ করে দিবেন। অতএব উপরোক্ত বদ কাজের দরুন সেই লোকের আমলনামা থেকে তার নেক আমল কেটে নেয়া হবে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে, তার আমলনামায় কোন নেক আমল আর বাকি নাই। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যক্তিই হলো দেউলিয়া (বাগাবীর মাআলিমুত তানযীল গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)।

(তিন) গীবতের কারণে বদকাজের পরিমাণ বেড়ে যায়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

اياكُمْ وَالْغَيْبَةَ فَإِنَّ فِيهَا ثَلَاثُ أَفَاتِ لَا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاءُ وَلَا يُقْبَلُ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَيُزْدَادُ عَلَيْهِ السَّيِّئَات

"সাবধান! তোমরা গীবত থেকে দূরে থাকো। কারণ গীবতের মধ্যে তিনটি বিপদ রয়েছে। গীবতকারীর দোয়া কবুল করা হয় না, তার সৎকাজসমূহও কবুল করা হয় না এবং তার আমলনামায় তার পাপ বর্ধিত হতে থাকে" (খি রিওয়ায়াত)।

(চার) গীবতকারীর সৎ কাজ কবুল হয় না। যেমন উপরের হাদীস থেকে আমরা জানতে পেরেছি এবং এই সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

مَا النَّارُ فِي الْيَبِس بِأَسْرَعَ مِنَ الْغَيْبَةِ فِي حَسَنَاتِ الْعَبْد.

"বান্দার নেক আমল গীবতের দ্বারা যত দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় আগুনও তত দ্রুত শুকনা বস্তু ধ্বংস করতে পারে না" (ইয়া উলূমিদ্দীন)।

অর্থাৎ শুকনো কাঠে আগুন লাগলে তা কত দ্রুত জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যায় তা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। কিন্তু গীবত তার চেয়েও দ্রুত গতিতে নেক আমল ধ্বংস করে দেয়। অনন্তর গীবতকারী কিয়ামতের দিন কঠিন হিসাবের সম্মুখীন হবে, অপমানিত ও লজ্জিত হবে, নিজের দেহের গোশত চিবিয়ে খাবে, নখের আঁচড়ে নিজের দেহ ক্ষতবিক্ষত করবে, দোযখে যাবে সর্বাগ্রে কিন্তু জান্নাতে যাবে সবশেষে। তাছাড়া গীবতের আরও বহু ক্ষতিকর দিক রয়েছে। যেমন গীবতকারী আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, তার শত্রু সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, শয়তান তার প্রতি প্রসন্ন হয়, সে আল্লাহ্ অসন্তোষের শিকার হয় ইত্যাদি।

(পাঁচ) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবতকারীকে পুনরায় রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দুই রোযাদার ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যোহর ও আসরের নামায পড়লো। আসরের নামাযের পর তিনি তাদের বললেন: তোমরা উভয়ে উযু করে যোহর ও আসরের নামায পুনরায় পড়ে নাও এবং রোযারও কাযা করো। তারা বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! কেন আমাদের জন্য এই হুকুম? তিনি বলেন: তোমরা রোযা অবস্থায় গীবত করেছ (বায়হাকীর শুআবুল ঈমান থেকে মিশকাতুল মাসাবীহ, বাবুল গীবাত)।

এক দিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আজ যেন কেউ আমার নির্দেশ দেয়ার পূর্বে ইফতার না করে। সন্ধ্যা হলে প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে ইফতার করতে থাকে। এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহ্ নবী! দুই যুবতী নারী আমার ঘরে রোযাদার। তারা আপনার নিকট আসতে লজ্জাবোধ করছে এবং ইফতার করার অনুমতি চাচ্ছে। এ কথা শুনে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি পরপর তিনবার তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো। তৃতীয়বারের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তাদের রোযা হয়নি। কারণ যে বক্তি দিনভর মানুষের গোশত খায় (গীবত করে বেড়ায়) তার রোযা কিভাবে হতে পারে। তাদের দুইজনকে এখানে এসে বমন করতে বলো। তারা তাঁর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি (স) তাদের একটি পাত্রে বমন করতে বলেন। তারা পুঁজ রক্তবমি করলো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এই সারা দিন এক জায়গায় বসে মানুষের গোশত খেয়েছে (ইয়া উলূমিদ্দীন)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এমন চারটি জিনিস আছে যার দ্বারা উযু নষ্ট হয়ে যায়, নেক আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং রোযাও বাতিল হয়ে যায়। তা হলে: গীবত, চোগলখোরি, মিথ্যাচার এবং বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত। এই চারটি জিনিস পাপাচারের শিকড়কে সজীব করে, যেভাবে পানি গাছের শিকড়কে সজীব করে (তামবীহুল গাফিলীন)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন: এমন পাঁচটি জিনিস আছে যার দ্বারা রোযা নষ্ট হয়ে যায়। সেগুলো হলো: মিথ্যাচার, চোগলখোরি, গীবত, মিথ্যা শপথ এবং কোন নারীর প্রতি কামভাব নিয়ে তাকানো (ইহয়া উলূমুদ্দীন, রোযা অধ্যায়)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يُدَعَ طَعَامَهُ

وشرابَهُ . "যে ব্যক্তি (রোযা থেকেও) মিথ্যাচার ত্যাগ করতে পারলো না তার পানাহার ত্যাগ করায় (রোযা রাখায়) আল্লাহ্ কিছু যায় আসে না" (তিরমিযী)।

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তার রোযার কোন মূল্য ও মর্যাদা দেন না। মোল্লা আলী আল-কারী (র) মিরকাত গ্রন্থে লিখেছেন, 'কাওলায-যূর' অর্থ বাতিল কথা, তা মিথ্যাই হোক অথবা গীবত অথবা চোগলখোরি, যা মানুষের পরিহার করা কর্তব্য।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ إِلا الْجُوعِ وَالْعَطَشِ.

"কত রোযাদার আছে যারা রোযার দ্বারা ক্ষুধা ও পিপাসা ছাড়া আর কিছুই পায় না" (ইয়া উলূমিদ্দীন, সাওম অধ্যায়)।

গীবত ত্যাগের উপকারিতা:

গীবত পরিহার করা এবং বাকশক্তিকে মানুষের নিন্দা করা থেকে বিরত রাখার মধ্যে অনেক বড় বড় উপকারিতা রয়েছে। গীবত ত্যাগকারী অনেক সম্মানের অধিকারী হয়। গীবত পরিত্যাগের কিছু উপকারিতা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. গীবত করা মুসলমানের গোশত খাওয়ার সমতুল্য। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করে সে এক জঘন্য পাপ থেকে বেঁচে যায়।

২. গীবত করা যেনায় লিপ্ত হওয়ার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে যেনার চাইতে মারাত্মক একটি অপরাধ থেকে নিজেকে রক্ষা করলো।

৩. গীবতের ফলে রোযার মত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। অতএব যে ব্যক্তি গীবত পরিহার করলো সে তার রোযাকে রক্ষা করলো।

৪. গীবতের দ্বারা উযুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এজন্য হানাফী মাযহাব মতে কোন ব্যক্তি উযু করার পর গীবতে লিপ্ত হলে বা মিথ্যা বললে তার পুনরায় উযু করা উচিত। ইবরাহীম নাখঈ (র) বলেন, দু'টি কারণে উযু নষ্ট হয়। পায়খানা-পেশাবের রাস্তা দিয়ে কিছু নির্গত হলে এবং কোন মুসলমানকে কষ্ট দিলে (বায়হাকী)। আয়েশা (রা) বলেন, ঘুমের দ্বারা যেভাবে উযু নষ্ট হয়, তেমনিভাবে মিথ্যাচার ও গীবতের কারণেও উযু নষ্ট হয়ে যায় (দুররে মানছুর)। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে নিজের উযুকে রক্ষা করলো, যে উযু ছাড়া নামায পড়া যায় না, কুরআন স্পর্শ করা যায় না।

৫. গীবত ত্যাগের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে অর্থাৎ কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে যেতে পারে। কুরআন মজীদে গীবতকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

৬. গীবতের মাধ্যমে গীবতকারী অপর ব্যক্তিকে আহত করে। সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, আমি কোন ব্যক্তির গীবত করার চেয়ে তাকে তীর দিয়ে আহত করাটা সহজতর অপরাধ মনে করি। অতএব যে ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করলো সে অন্যকে আহত করা থেকে বিরত থাকলো।

৭. যে ব্যক্তি নিজের বাকশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে না এবং মানুষের গীবত করে বেড়ায় সে পরিশেষে অপমানিত হয়। অতএব গীবত ত্যাগ করে নিজেকে অপমানের হাত থেকে বাঁচানো যায়।

৮. কোন ব্যক্তি গীবত ত্যাগ করে নিজের অন্তরাত্মাকে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتْ نُقْطَةً سَوْداءَ فِي قَلْبِه.

"মুমিন ব্যক্তি যখন কোন গুনাহের কাজ করে তখন তার অন্তরাত্মায় একটি কালো দাগ পড়ে যায়" (ইবনে মাজা)।

অতএব কোন ব্যক্তি গীবত পরিহার করলে তার অন্তরে দাগ পড়তে পারে না। ফলে তার অন্তর নির্মল ও স্বচ্ছ থাকে।

৯. যে ব্যক্তি গীবত করে না সে কিয়ামতের দিন লজ্জিত ও অপমানিত হবে না। কারণ সে মানুষের মান-সম্মানে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থেকেছে।

গীবতে লিপ্ত হওয়ার কারণ ও প্রতিকার:

মানুষ বিভিন্ন কারণে গীবতে লিপ্ত হয়। যেমন কোন ব্যক্তির প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হলে অসন্তুষ্ট ব্যক্তি তার প্রতিপক্ষের গীবতে লিপ্ত হয়। এই অসন্তুষ্ট হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। শত্রুতা ও অহংকারের বশবর্তী হয়েও কোন ব্যক্তি অপরের গীবতে লিপ্ত হয়ে থাকে। এক ব্যক্তিকে গীবত করতে দেখে অপর ব্যক্তি তার সাথে তাল মিলিয়ে গীবতে লিপ্ত হতে পারে। কোন ব্যক্তিকে অপমান করার উদ্দেশ্যেও তার প্রতিপক্ষ গীবতে লিপ্ত হয়ে থাকে। যেসব কারণে মানুষ অপরের গীবত করে সেই সব কারণ নিজের মধ্য থেকে দূর করতে পারলেই অপরের দোষ চর্চার এই মারাত্মক রোগের প্রতিকার হতে পারে (বিষয়টি ইমাম গাযালীর নিবন্ধে বিস্তারিত দেখুন)।

গীবতের কাফ্ফারা:

যেহেতু গিবতের মাধ্যমে ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা নষ্ট হয়, তাই গিবত করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা গিবত করাকে "মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া"র সাথে তুলনা করেছেন! মুহাক্কিক আলিমগণের মতে, গিবত করা মানে বান্দার অধিকার নষ্ট করা। আর, বান্দার অধিকার নষ্টের গুনাহ এত মারাত্মক যে, এসব গুনাহ বান্দা নিজে ক্ষমা না করা পর্যন্ত আল্লাহ ক্ষমা করেন না। তাই, যার গিবত করা হয়েছে, তার কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। তবে, ব্যক্তি মারা গেলে বা তাকে পাওয়া না গেলে, তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।[মোল্লা আলি কারির 'মিরকাতুল মাফাতিহ', ইমাম নববির 'আল-আযকার' এবং মুফতি তাকি উসমানির 'ইসলাহী মাজালিস']

আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন, আরবরা সফরে গেলে একে অপরের খেদমত করতো। আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.)-এর সাথে একজন লোক ছিলো, যে তাদের খেদমত করতো। একবার তারা ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর জাগ্রত হয়ে লক্ষ করেন যে, সে তাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করেনি (বরং ঘুমিয়ে আছে)। ফলে একে অপরকে বলেন, "এ তো এমনভাবে ঘুমায়, যেন বাড়িতে (নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে)!” অতঃপর তারা তাকে জাগিয়ে বলেন, "তুমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে তাঁকে বলো যে, আবু বকর ও উমর আপনাকে সালাম

জানিয়েছেন এবং আপনার নিকট খাবার চেয়েছেন।" (সে গেলো, তখন) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, "যাও, তাদেরকে আমার সালাম প্রদান করে বলবে যে, তারা খাবার খেয়ে নিয়েছে।" (একথা তাদেরকে বলার পর) তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নবিজির নিকট এসে বলেন,

"হে আল্লাহর রাসুল! আমরা আপনার নিকট খাবার আনতে একে পাঠালাম। অথচ আপনি তাকে বলেছেন, তারা খেয়ে নিয়েছে। আমরা কোন্ খাবার খেয়েছি?" তিনি বলেন, "তোমাদের ভাইয়ের মাংস (খেয়েছো)! যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের উভয়ের দাঁতের মধ্যে তার মাংস দেখতে পাচ্ছি।" তখন তারা বলেন, "আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।" তিনি বলেন, "বরং সে-ই তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুক।"

[ইমাম যিয়াউদ্দিন মাকদিসি, আল-মুখতারাহ: ১৬৯৭; শায়খ আলবানি, সিলসিলা সহিহাহ: ২৬০৮; আলবানি (রাহ.) হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন, তবে কতক মুহাক্কিক হাদিসটিকে মুনকার ও ত্রুটিযুক্ত বলে সাব্যস্ত করেছেন (fahmalhadeeth-com)]

অনেক আলিমের মতে, যদি মাফ চাইতে গিয়ে নতুন করে আরও ঝামেলা, মনোমালিন্য বা ফিতনা হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়, তবে মাফ চাওয়া জরুরি নয়। বরং সে এর প্রায়শ্চিত্ত বা কাফফারা হিসেবে কিছু কাজ করবে।

(১) যার কাছে ওই ব্যক্তির গিবত করা হয়েছে, তার কাছে গিয়ে তার ভালো গুণগুলো বলবে।

(২) যার গিবত করা হয়েছে, তার জন্য বেশি বেশি মাগফিরাতের দু'আ করবে।

(৩) সে মৃত্যুবরণ করলে, তার মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে কিছু সাদাকাহ করবে।

আশা করা যায়, হাশরের ময়দানে সে এসব দেখার পর গিবতের জন্য আল্লাহর কাছে বিচারপ্রার্থী হবে না। এগুলোর পাশাপাশি অবশ্যই আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইতে হবে।

তবে, যারা নিজেদের আখিরাতের ব্যাপারে অধিক সচেতন, তাদের উচিত গিবতের জন্য দুনিয়ায় থাকতেই ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে এটাই প্রকৃত সমাধান এবং অধিক গ্রহণযোগ্য মত। তবে, মাফ চাইতে গিয়ে কী বলে গিবত করা হয়েছিলো, সেটা বিস্তারিত বলা জরুরি নয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “যদি কেউ (গিবত, গালি বা অপমান করে) কারো মর্যাদা নষ্ট করে অথবা অন্য কোনোভাবে কারো প্রতি জুলুম করে থাকে, তবে সে যেন কিয়ামতের পূর্বে আজই তার থেকে মুক্তি নিয়ে নেয়। কারণ সেই দিন কোনো দিনার-দিরহাম (অর্থের বিনিময়) থাকবে না।

যদি তার নেক আমল থাকে, তবে তার জুলুমের পরিমাণ অনুসারে নেক আমল নিয়ে নেওয়া হবে (এবং মজলুমকে এর দ্বারা বদলা দেওয়া হবে)। আর যদি তার নেক আমল না থাকে, তবে তার সাথির (যার অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে) পাপ নিয়ে তার কাঁধে চাপানো হবে।” [ইমাম বুখারি, আস-সহিহ: ২৪৪৯]

গীবত ও তার অনিষ্টকারিতা:

আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে গীবতকে একটি দোষ হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং গীবতকারীকে মৃতভুক প্রাণীর সমতুল্য গণ্য করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا

فكرهتموه.

"তোমরা পরস্পরের গীবত (অনুপস্থিতিতে দোষচর্চা) করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা এটাকে ঘৃণ্যই মনে করবে" (সূরা হুজুরাত: ১২)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُه. ُ

"প্রত্যেক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের জীবন, সম্পদ ও ইজ্জত- আব্রুতে হস্তক্ষেপ করা হারাম"।

لا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَكُونُوا عِبَادَ

الله اخوَانًا

"তোমরা পরস্পরকে হিংসা করো না এবং পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করোনা। তোমাদের কতক যেন অপর কতকের গীবত (অনুপস্থিতিতে দোষচর্চা) না করে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা পরস্পরের ভাই হয়ে যাও"।

إِيَّاكُمْ وَالْغَيْبَةِ فَإِنَّ الْغَيْبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّن

"তোমরা গীবত সম্পর্কে সাবধান হও। কারণ গীবত যেনার চাইতেও মারাত্মক"।

তার কারণ এই যে, কোন ব্যক্তি যেনা করার পর আল্লাহ্র নিকট তওবা করলে আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করতে পারেন। পক্ষান্তরে যার গীবত করা হয়েছে সে ক্ষমা না করা পর্যন্ত গীবতকারীর গুনাহ মাফ হয় না। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "মিরাজের রাতে আমি এমন একদল লোককে অতিক্রম করলাম যারা নিজেদের নখ দ্বারা নিজেদের মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত করছিল। আমি জিবরীল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তিনি বলেন, এসব লোক গীবত করতো এবং মানুষের ইজ্জত-আব্রু নিয়ে টানাটানি করতো"।

হযরত সুলায়মান ইবনে জাবির (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, আমাকে উত্তম কিছু বলে দিন যা দ্বারা আমার উপকার হতে পারে। তিনি বলেন: কোন উত্তম বিষয়কে তুচ্ছজ্ঞান করো না, তা তোমার বালতি থেকে পিপাসার্তের পাত্রে পানি ঢেলে দেয়ার কাজই হোক না কেন।... আরো এই যে, তোমার মুসলমান ভাইয়ের গীবত করো না।

বারাআ ইবনে আযেব (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত উচ্চস্বরে খোতবা (ভাষণ) দেন যে, বাড়িতে অবস্থানরত মহিলারাও তা শুনতে পায়। ভাষণে তিনি বলেন:

يَا مَعْشَرَ مَنْ أَمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِقَلْبِهِ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَتَهُمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ

عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ فِي جَوْفِ بَيْتِه.

“হে উপস্থিত জনতা! যারা বাচনিক ঈমান এনেছে কিন্তু আন্তরিকভাবে ঈমান আনেনি, তোমরা মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের গীবত করতে উদ্যত হয়ো না। কারণ যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের গীবত করতে উদ্যত হয়, আল্লাহ তাকে অপদস্থ করতে উদ্যোগী হন

এবং আল্লাহ যাকে অপদস্থ করতে উদ্যোগী হন তাকে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যেই বেইজ্জত করেন"।

আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ)-এর উপর ওহী নাযিল করেন যে, কোন ব্যক্তি গীবতের গুনাহ থেকে তওবা করে মারা গেলে সে সবশেষে বেহেশতে যাবে এবং তওবা না করে মারা গেলে সবার আগে দোযখে যাবে। হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখার নির্দেশ দিয়ে বলেন: আমি অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত কেউ যেন ইফতার না করে। লোকজন রোযা রাখলো। সন্ধ্যা হলে তারা একে একে তাঁর সামনে উপস্থিত হতে থাকে এবং ইফতার করার অনুমতি চাইতে থাকে, তিনিও অনুমতি দিতে থাকেন। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুইটি স্ত্রীলোকও রোযা রেখেছে, অনুমতি হলে তারাও ইফতার করবে। তিনি নিজের মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে পুনরায় অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বলেন: তারা রোযা রাখেনি। যারা দিনভর মানুষের গোশত খায়, তাদের রোযা হয় কিভাবে! তুমি গিয়ে তাদের বলো, তোমরা রোযা থেকে থাকলে বমি করো।

লোকটি তাদেরকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম শুনালে তারা বমি করলো এবং তাদের মুখ থেকে জমাট বাঁধা রক্তপিণ্ড বের হলো। লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এসে তাকে ঘটনা অবহিত করে। তিনি বলেন: সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! এই রক্তপিণ্ড তাদের পেটের মধ্যে থেকে গেলে দোযখ তাদের গ্রাস করতো। অপর বর্ণনায় আছে যে, তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলে লোকটি পুনরায় এসে বললো, তারা দুইজন মৃতপ্রায় অবস্থায় পৌছে গেছে। তিনি বলেন: তাদের এখানে ডেকে নিয়ে এসো। তারা উপস্থিত হলে তিনি একটি বড় পাত্র আনিয়ে তাদের একজনকে পাত্রের মধ্যে বমি করতে বলেন। সে রক্তপুঁজ বমি করলো এবং তাতে পাত্র ভরে গেলো। তিনি অপর নারীকেও বমি করতে বলেন। সেও একইরূপ বমি করলো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আল্লাহ তাআলা যে জিনিস হালাল করেছেন, এরা তা পানাহার করে রোযা রেখেছিল। কিন্তু তিনি যে জিনিস হারাম করেছেন তা দিয়ে তারা ইফতার করেছে। এরা দু'জন একত্রে বসে মানুষের গোশত খেয়েছে (গীবত করেছে)।

আনাস (রা) আরও বলেন, উক্ত ভাষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূদ সম্পর্কেও আলোচনা করেন। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি এক দিরহাম (সেই যুগে পঁচিশ পয়সার সম-পরিমাণ) সূদ গ্রহণ করলে তার গুনাহ ছত্রিশবার যেনা করার চেয়েও মারাত্মক এবং মুসলমানদের ইজ্জত-আব্রুতে হস্তক্ষেপ এর চেয়েও মারাত্মক গুনাহর কাজ।

হযরত জাবির (রা) বলেন, আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। তিনি দুইটি কবরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং কবরের বাসিন্দাদ্বয়কে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তারা দু'জন খুব মারাত্মক কোন গুনাহ করেনি, অথচ তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তাদের একজন মানুষের গীবত করতো এবং অপরজন পেশাব করে উত্তমরূপে পবিত্র হতো না। অতঃপর তিনি গাছের দুইটি তাজা ডাল চেয়ে নিয়ে তা দুই ভাগ করে দুইজনের কবরের পাশে গেড়ে দেন এবং বলেন: ডাল দু'টি যতক্ষণ তরতাজা থাকবে ততক্ষণ তাদের হাল্কা শাস্তি হবে (ইবনে আবিদ দুনয়া)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়েয আসলামীকে যেনার অপরাধে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করান। এক ব্যক্তি তার সংগীকে বললো, তাকে কুকুরের মত এই জায়গায় হত্যা করা হয়েছে। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি জীবের মৃতদেহ দেখতে পেয়ে ঐ দুই ব্যক্তিকে বলেন: এই মড়কটি খাও। তারা বললো, আমরা কি মড়ক খাবো? তিনি বলেন: তোমরা মায়েয সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছ তা এই মড়কের চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট।

মোটকথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ পরস্পরের সাথে খোলামনে হাসিমুখে সাক্ষাত করতেন, কারো গীবত করতেন না, গীবত না করাকে উত্তম কাজ মনে করতেন এবং গীবতকারীকে মোনাফেক চরিত্রের লোক হিসাবে বিবেচনা করতেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নিজের মুসলমান ভাইয়ের গোশত খায়, আখেরাতেও তার সামনে সেই গোশত দেয়া হবে এবং আদেশ করা হবে, জীবদ্দশায় তুমি যেভাবে খেয়েছিলে, আজও এটা খাও। সে নিরুপায় হয়ে মুখ বাঁকা করে তা খেতে বাধ্য হবে আর চিৎকার করতে থাকবে। অনুরূপ বিষয় সম্বলিত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসও বিদ্যমান আছে।

একদা দুই ব্যক্তি মসজিদের দরজায় বসা ছিল। এক নপুংসক ব্যক্তি তাদের সামনে দিয়ে চলে যাওয়ার পর তারা তার সমালোচনা করে। ইতিমধ্যে নামাযের ইকামত দেয়া হলো। লোক দু'টি জামাআতে নামায পড়ার পর তাদের মনে চিন্তার উদয় হলো যে, তারা লোকটির অযথা সমালোচনা করেছে। তাদের নামায শুদ্ধ হয়েছে কি না এ ব্যাপারে তাদের সন্দেহ হলো। তারা আতা (র)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তাকে জানালো। তিনি বলেন, তোমরা পুনরায় উযু করে নামায পড়ো। তোমরা রোযাদার হয়ে থাকলে পুনরায় রোযা রাখো।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ "দুর্ভোগ এমন প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকদের "নিন্দা করে" (সূরা হুমাযা: ১), এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (র) বলেন, "হুমাযা" দ্বারা সেইসব লোক বুঝায় যারা মানুষকে তিরস্কার করে, তাদের অপমান করে এবং "লুমাযা" বলা হয় গীবতকারীকে।

কাতাদা (র) বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে, কবরের আযাবের তিনটি অংশ আছে: এক-তৃতীয়াংশ গীবতের কারণে, এক-তৃতীয়াংশ চোগলখুরির কারণে এবং এক-তৃতীয়াংশ পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে। হাসান বসরী (র) বলেন, আল্লাহর শপথ! মুসলমানদের ধর্মে গীবতের কুপ্রভাব মানবদেহে اكلة। (মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অকেজোকারী এক প্রকার ব্যাধি) রোগের তুলনায় অধিক ক্ষতিকর। অর্থাৎ اكلة রোগ মানবদেহকে যেভাবে ভক্ষণ করে নিঃশেষ করে দেয়, তদ্রূপ গীবত দীনকে চেটে খেয়ে ফেলে। আগের কালের আলেমগণ গীবত ত্যাগ করাকে ইবাদত গণ্য করতেন।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, কখনো তোমার লোকজনের দোষত্রুটি বর্ণনা করার ইচ্ছা হলে তোমার নিজের দোষ-ত্রুটির কথা চিন্তা করো। ইমাম হুসাইন (রা) বলতেন, হে আদম সন্তান! ঈমানের উচ্চতর স্তরে পৌঁছতে চাইলে তোমার মধ্যে যে দোষ আছে, অনুরূপ দোষের কারণে অপরকে খারাপ বলো না। প্রথমে নিজের দোষ সংশোধন করো এবং নিজের দোষত্রুটি সংশোধনে ব্যস্ত হলে অপরের কুৎসা করার সময় পাবে না। এরূপ ধরনের লোক আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।

মালেক ইবনে দীনার (র) বলেন, একদা হযরত ঈসা (আ) তাঁর হাওয়ারীগণসহ (সাহাবীগণ) একটি মরা কুকুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হাওয়ারীগণ বললেন, কি মারাত্মক দুর্গন্ধ আসছে! তিনি বলেন, কুকুরটির দাঁতগুলো কত ধবধবে সাদা। এ কথা বলে তিনি কুকুরের গীবত না করতেও পরোক্ষে তাদের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সতর্ক করেছেন যে, আল্লাহ্র সৃষ্টির সদগুণ ছাড়া অন্য কিছু বর্ণনা করা উচিত নয়।

ইমাম যয়নুল আবেদীন (র) এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির গীবত করতে শুনলেন। তিনি বললেন, খবরদার! গীবত করো না। মানবজাতির মধ্যে যারা কুকুরতুল্য, গীবত হলো তাদের সালন। উমার (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলার

যিকির করো তাতে তোমার রোগ দূরীভূত হবে। মানুষের দোষচর্চায় রোগ বৃদ্ধি পায়।

শুধু মুখের কথায়ই গীবত হয় না, দৈহিক ত্রুটি, পোশাক-পরিচ্ছদ ও চালচলনের ত্রুটি বর্ণনা করায়ও গীবত হয়। ইবনে সীরীন (র) এক ব্যক্তির উল্লেখ করার সাথে বলে ফেলেন যে, সে বোবাও। তিনি এটাকেও গীবত মনে করে সাথে সাথে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আইশা (রা) বলেন, কারো গীবত করো না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এক নারী সম্পর্কে বললাম যে, তার কাপড়ের আচল খুব লম্বা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তুমি থুথু ফেলো। আমি থুথু ফেললে মুখ থেকে এক টুকরা গোশত বেরিয়ে আসে।

কোন ব্যক্তি অভিনয়ের মাধ্যমে অপর ব্যক্তির দোষত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করলে তাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাতে যেন লোকেরা বাস্তবে তার দোষ দেখতে পাচ্ছে এরূপ মনে হয়। কলম হলো বাকশক্তির অর্ধেক। অতএব কেউ যদি লেখনীর দ্বারা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির দোষ বা কথা লিপিবদ্ধ করে তবে তাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে। তবে "কতক লোক এইরূপ বলে" এভাবে লেখা যেতে পারে। এটা গীবত নয়। কোন লোকের কোন কাজ বা আচরণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনোপুত না হলে তিনি বলতেন: লোকজনের কী হলো যে, তারা এরূপ করে। তিনি কখনো নির্দিষ্ট করে কিছু বলতেন না।

গীবত (পরনিন্দা) শুনে আনন্দিত হওয়াও গীবতের মধ্যে গণ্য। কারণ আনন্দ প্রকাশ করলে গীবতকারী খুশি হয় এবং আরো অধিক গীবতে লিপ্ত হয়। যেমন কোন ব্যক্তি কারো গীবত করলো। শ্রোতা বললো, ভাই! আমি তাকে এরূপ মনে করতাম না। আজ পর্যন্ত আমি তাকে অন্যরূপ ভাবতাম। তুমি তার আশ্চর্যজনক অবস্থা বর্ণনা করলে। আল্লাহ বাঁচালেন। এতে গীবতকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আরো দোষ বর্ণনা করতে থাকে এবং শ্রোতা সাথে সাথে সায় দিতে থাকে। মোটকথা, কারো গীবত শোনা এবং তা বিশ্বাস করাও গীবতের পর্যায়ে গণ্য, বরং যে নীরবে গীবত শুনতে থাকে সেও গীবতে অংশগ্রহণ করে। হাদীস শরীফে এসেছে:

الْمُسْتَمِعُ أَحَدُ الْمُغْتَابِين. َ

"গীবত শ্রবণকারীও গীবতকারীদের একজন" (তারাবানী)।

একদা হযরত আবু বাকর (রা) ও হযতর উমার (রা)-র মধ্যকার একজন অপরজনকে বললেন, অমুক লোক খুবই অলস, অতঃপর উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রুটি খাওয়ার জন্য সালন চাইলেন। তিনি বলেন: তোমরা তো সালন নিয়েছ! তাঁরা বললেন, আমাদের তো মনে নেই কবে সালন নিয়েছি! তিনি বলেন: তোমরা

তোমাদের মুসলমান ভাইয়ের গোশত খেয়েছো। পাঠকগণ লক্ষ্য করুন, কথাটি একজনে বলেছেন কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়কে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি মায়েয আসলামীর বদনাম করেছিল, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্তা ও শ্রোতা উভয়কে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।

অতএব কেউ কারো গীবত করলে তাকে বাধা দিতে হবে, বাধা দেয়া সম্ভব না হলে মনে মনে ঘৃণা করতে হবে। সম্ভব হলে গীবতের মজলিস ত্যাগ করতে হবে অথবা গীবতকারীকে ভিন্ন প্রসঙ্গে মশগুল করার চেষ্টা করতে হবে। এরূপ কোন চেষ্টা না করলে অবশ্যই গুনাহগার হতে হবে। আর কারো মধ্যে গীবত শোনার আগ্রহ লক্ষ্য করা গেলে তা মোনাফেকী স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। আন্তরিকভাবে গীবতকে খারাপ জানলে এবং যথাসাধ্য তাতে বাধা দিলেই কেবল গীবতের গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

مَنْ أَذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنصُرُهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ أَذَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ عَلَى رُوسِ الْخَلاَئِق.

"কারো উপস্থিতিতে কোন মুমিন ব্যক্তিকে অপমান করা হলো এবং উপস্থিত ব্যক্তি তাকে সাহায্য করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সাহায্য করলো না, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে সৃষ্টিকুলের সামনে অপমানিত করবেন" (আহমাদ, তাবারানী)।

مَنْ ذَبٌ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَذُبٌ عَنْ

عِرْضِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة.

"যে ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার ইজ্জত রক্ষায় সহায়তা করলো, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার ইজ্জত রক্ষায় সহায়তা করবেন" (ইবনে আবিদ দুনয়া)।

مَنْ ذَبَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ

النَّا.

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার ইজ্জত রক্ষার সহায়তা করলো, তাকে দোযখ থেকে নিষ্কৃতি দেয়া আল্লাহ তাআলার কর্তব্য হয়ে যায়" (আহমাদ, তাবারানী)

গীবত করার কারণসমূহ :

বিভিন্ন কারণে গীবতচর্চা হয়ে থাকে। তার মধ্যে আটটি কারণ সর্বসাধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তিনটি কারণ উচ্চ পর্যায়ের দীনদার ব্যক্তিদের সাথে সংশ্লিষ্ট।

(১) ক্রোধের বশবর্তী হয়ে মনের ঝাল মিটানোর জন্য একে অপরের দোষচর্চা করে থাকে। অর্থাৎ কোন কারণে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির প্রতি রুষ্ট হলে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে তার দোষ বর্ণনা করতে থাকে এবং মনের ক্ষোভ মিটাতে থাকে। এই ক্রোধ গীবত বা পরনিন্দার অন্যতম কারণ।

(২) মানুষ কখনো অন্যদের দেখাদেখি গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অপরের সাথে তাল মিলাতে থাকে। যেমন নিজের কোন বন্ধু বা সহযোগী কারো দোষচর্চা করতে লাগলে সে মনে করে, আমি যদি তার সাথে তাল না মিলাই তবে সে অসন্তুষ্ট হবে। তাই সঙ্গদোষে সেও দোষচর্চায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

(৩) পরিণাম চিন্তার বশবর্তী হয়েও কেউ গীবতে লিপ্ত হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তির আশঙ্কা হলো যে, তার বিরুদ্ধে অমুক ব্যক্তি কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির নিকট কুৎসা করতে পারে বা সাক্ষ্য দিতে পারে। তাই সে আগেভাগেই তার প্রতিপক্ষের কুৎসা শুরু করে দেয় যাতে তার প্রতিপক্ষের কথা গ্রহণযোগ্য না হয় এবং প্রভাবশালী ব্যক্তির মনে একটি ধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, লোকটি তার বিরুদ্ধে অযাচিত কথা বলছে।

(৪) কোন দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যেও কেউ গীবতের চর্চায় লিপ্ত হতে পারে। যেমন কেউ তার প্রতিপক্ষের নাম উল্লেখ করে বললো, অমুকও এরূপই করেছে অথবা বলতে পারে যে, সেও আমার সাথে শরীক ছিল এবং আমি একান্তই নিরুপায় ছিলাম।

(৫) অহংকার, আত্মগর্ব ও ঔদ্ধত্যের কারণেও কেউ পরচর্চায় জড়িয়ে পড়তে পারে এবং অন্যদের নীচ ও নিজেকে সম্ভ্রান্ত বলে জাহির করতে পারে। যেমন কারো এ কথা বলা যে, অমুক ব্যক্তি নিরেট মূর্খ, তার উত্তম বোধশক্তি নাই। অর্থাৎ তার কথার লক্ষ্য এই যে, সে-ই সত্যিকারের জ্ঞানী এবং অন্যরা খুব কমই জ্ঞাত।

(৬) প্রতিহিংসার কারণেও পরচর্চা হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তির প্রতি যখন লোকদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তারা তাকে সম্মান প্রদর্শন করে, তার প্রশংসা করে, তখন এতে

হিংসুকের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠে। সে কামনা করে, লোকটি যে মর্যাদা ও ভালোবাসা লাভ করেছে তা যেন তার হাতছাড়া হয়ে যায়। অন্য কিছু করতে না পারলেও সে তার গীবত চর্চায় মেতে উঠে, যাতে লোকজন তার সান্নিধ্যে যাওয়া ত্যাগ করে।

(৭) হাসি-তামাশা, ক্রীড়া-কৌতুক ও ঠাট্টাচ্ছলেও মানুষ কারো গীবতে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে। সময় কাটানোই এর মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে।

(৮) অপরকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছজ্ঞান করার কারণেও গীবতচর্চা হতে পারে। এটা সামনা-সামনিও হতে পারে এবং অনুপস্থিতিতেও হতে পারে।

গীবতের আরও যে তিনটি সূক্ষ্ম কারণ রয়েছে তার মধ্যে বাহ্যত কল্যাণের উপাদান নিহিত থাকলেও শয়তান এর সাথে ক্ষতিকর উপাদান মিশ্রিত করে দেয়।

বিশিষ্ট পর্যায়ের ধর্মভীরু লোকের মধ্যেই এই তিন প্রকারের কারণ সীমাবদ্ধ।

(১) কোন দীনদার ব্যক্তির মধ্যে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তার কোন ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হয়ে অবাক বিস্ময়ে এ কথা বলা যে, এই লোকটি থেকে এরূপ ত্রুটি প্রকাশ পাবে তা আমরা আশা করিনি। নামোল্লেখ করে এরূপ বলা হলে তা গীবত হিসাবে গণ্য হবে এবং মন্তব্যকারী গুনাহগার হবে। অবশ্য নামোল্লেখ না করে কিছু বললে তাতে গীবত হবে না।

(২) কোন দীনদার ব্যক্তির ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করে তার প্রতি দয়ার উদ্রেক হওয়া এবং তার জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার মাধ্যমেও গীবত হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তিকে কোন সমালোচনাযোগ্য কাজে লিপ্ত দেখে তার প্রতি দয়া ও দুঃখ প্রকাশার্থে এভাবে বলা যে, তার জন্য বড়ই আফসোস হয়, সে এরূপ বিপদে জড়িয়ে পড়েছে। দুঃখ প্রকাশ করার দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটি যদিও যথার্থ মনে হয়, কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ করায় তা গীবতের পর্যায়ে চলে যায়।

(৩) আল্লাহ্ ওয়াস্তে ক্রোধ বা অভিমান করতে গিয়েও গীবতের সূত্রপাত হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তিকে খারাপ কথা বলতে দেখা গেলো বা শোনা গেলো। তখন তার প্রতি সহমর্মিতার দরুন গোসা বা অভিমানের উদ্রেক হয়। এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামোল্লেখ করে গোসা বা অভিমান ব্যক্ত করলে তা গীবতে পর্যবসিত হয়, নামোল্লেখ না করে তা করা হলে গীবতের পর্যায়ে পড়ে না। এখানে উত্তম পন্থা হলো, অপরের নিকট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্রোধ বা অভিমান প্রকাশ না করে বরং একান্তে তার সামনেই অভিমান প্রকাশ করা। এতে উভয়ই গুনাহ থেকে রক্ষা পেতে পারে।

মনে মনে গীবত করাও হারাম :

মানুষ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা হারাম, যেরূপ তাকে খারাপ বলা হারাম। মুখের দ্বারা যেমন গীবত না করা কর্তব্য, তদ্রূপ মনে মনে কুধারণা না করাও কর্তব্য। অনিচ্ছায় মনের মধ্যে এরূপ কোন খারাপ ধারণা জাগ্রত হলে তা অবশ্য ক্ষমাযোগ্য। মহান আল্লাহ খারাপ ধারণা পোষণ করতে নিষেধ করেছেন:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে বিরত থাকো। কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ" (সূরা হুজুরাত: ১২)।

অতএব সরাসরি না দেখে বা পর্যবেক্ষণ না করেই শোনা কথায় কান দিয়ে কারো সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা একটি গর্হিত আচরণ। কুরআন মজীদের নির্দেশ হলো তথ্য যাচাই করে তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِين.

"হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা নিয়ে আসে তবে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হবে" (সূরা হুজুরাতঃ ৬)।

অতএব উক্ত আয়াতের আলোকে এ কথা পরিস্কার যে, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ কিছু শুনেই তার সম্পর্কে কুধারণা করা যাবে না, তার সমালোচনা করা যাবে না। তথ্যটি অপরিহার্যরূপে যাচাই করে দেখতে হবে। এটাই কুরআনের নির্দেশ। শোনা কথায় কান দিয়ে কারো সম্পর্কে খারাপ সিদ্ধান্ত নেয়ার পর প্রাপ্ত তথ্য অমূলক প্রমাণিত হলে তখন লজ্জা, অনুতাপ ও আক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। মনে রাখতে হবে, মানুষের মান-ইজ্জত হজ্জের মাসের মত, হজ্জের দিনের মত, মক্কা নগরীর মত মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানার্হ।

গীবত থেকে বাচার উপায় :

দীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন ও তদনুযায়ী কর্মই হলো খারাপ স্বভাব থেকে নিরাময় লাভের মহৌষধি। কারো গীবত করার ইচ্ছা জাগ্রত হলেই সাথে সাথে আল্লাহ পাকের নির্দেশ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী স্মরণ করতে হবে, যাতে গীবতের ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কে উল্লেখ আছে। আরও স্মরণ করতে হবে যে, যার গীবত করা হবে তার পাপ গীবতকারীর আমলনামায় সরিয়ে দেয়া হবে এবং গীবতকারীর পুণ্য তার আমলনামায় যোগ করা হবে। এভাবে গীবতের কারণে পাপের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং পুণ্যের পরিমাণ কমে যাবে, পরিণতিতে দোযখের বাসিন্দা হতে হবে।

গীবত ত্যাগের আরেকটি উপায় এই হতে পারে যে, যখন কারো দোষচর্চার ইচ্ছা হবে, তখনই নিজের মধ্যকার দোষসমূহ স্মরণ করতে হবে এবং চিন্তা করতে হবে: যে দোষ আমার মধ্যে আছে সেই দোষের জন্য আমি অপরের বদনাম কীভাবে করতে পারি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاس. ِ

"সুসংবাদ সেই ব্যক্তির জন্য যাকে তার নিজের দোষ-ক্রুটি অপরের দোষ-ক্রুটি বর্ণনা থেকে বিরত রাখে" (বায্যায)।

দোষগুণেই মানুষ। যে ব্যক্তি নিজেকে সমস্ত দোষ থেকে মুক্ত মনে করে তার মত বড় আহাম্মক আর কেউ নয়।

গীবত ত্যাগের আরেকটি উপায় এই হতে পারে যে, যখন গীবত করার ইচ্ছা জাগবে তখন মনে মনে চিন্তা করবে যে, কেউ যদি আমার গীবত করে তবে আমি দুঃখ পাবো, মানুষের সামনে লজ্জিত হবো, অপমানিত হবো, আমার সম্পর্কে মানুষের সুধারণা নষ্ট হয়ে যাবে এবং আমার মান-ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত হবে। তদ্রূপ আমি যদি কারো গীবত করি তাহলে তার অবস্থাও তো ঐরকম হবে। অতএব আমার বিরুদ্ধে যা করা হলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হই, সেই ধরনের কাজ অপরের বিরুদ্ধে আমার করা উচিত নয়।

ক্রোধ ও হিংসার বশবর্তী হয়েই মানুষ সাধারণত গীবতে লিপ্ত হয়। ক্রোধ সংবরণ করা অত্যন্ত ধৈর্যের ব্যাপার। খুব কম লোকই ক্রোধ সংবরণ করতে পারে। ক্রোধের কারণে মানুষ দোযখে যাবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

إِنَّ لِجَهَنَّمَ بَابًا لَا يَدْخُلُ مِنْهُ إِلَّا مَنْ شَعَى غَيْضُهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ تعالى

"দোযখের একটি বিশেষ দরজা আছে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যে আল্লাহর নাফরমানি করে সে ঐ দরজা দিয়ে দোযখে প্রবেশ করবে"।

সহকর্মীদের বা বন্ধুদের দেখাদেখি অনেক সময় মানুষ অপরের গীবতে লিপ্ত হয়। অর্থাৎ সঙ্গদোষে মানুষ একটি মারাত্মক পাপ কাজ করে নিজের আমলনামাকে পাপে পূর্ণ করে। পাপ থেকে এবং দোযখ থেকে বাঁচার জন্য এ জাতীয় অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। পরচর্চার সূত্রপাত হওয়ার আরও যেসব কারণ রয়েছে সেসব সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে এবং আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে তা ত্যাগ করতে হবে।

গীবতের বিধান

গীবত করার বিধান দুই ভাগে বিভক্ত। (১) গীবত করার বিধান। (২) গীবত শোনার বিধান।

১. গীবত করার বিধান : গীবত একটি জঘন্য পাপ। গীবতের মাধ্যমে হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। মহান আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيم ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিক ধারণা হ’তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা পাপ। আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ কর না এবং পরস্পরের পিছনে গীবত কর না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ করে? বস্তুতঃ তোমরা সেটি অপসন্দ করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বাধিক তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু’ *(হুজুরাত ৪৯/১২)*। এখানে মানব স্বভাবের তিনটি মারাত্মক ক্রুটি বর্ণনা করা হয়েছে। যা সমাজের শান্তি ও শৃংখলা বিনষ্ট করে। প্রথমটি হ’ল ‘অহেতুক ধারণা’ (بَعْضَ الظَّنِّ) এবং দ্বিতীয়টি হ’ল ‘ছিদ্রান্বেষণ’ (وَلاَ تَجَسَّسُوا)। তৃতীয়টি হ’ল ‘গীবত’(وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضا) । ইমাম কুরতুবী বলেন, لا خلاف أن الغِيبة من الكبائر، وأن مَن اغتاب أحدًا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ‘গীবত

কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, এতে কোন ইখতেলাফ নেই। যে ব্যক্তি কারো গীবত করবে, তার তওবা করা অপরিহার্য’।[23] ইমাম হায়তামী বলেন, অত্র আয়াত ও অসংখ্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, গীবত করা কবীরা গুনাহ’।[24] তাছাড়া বর্ণিত আয়াতে গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এর কারণ হ’ল- মৃত মানুষের গোশত খাওয়া হ’লে সে বুঝতে পারে না কে তার গোশত খাচ্ছে। অনুরূপ যার গীবত করা হয়, সেও বুঝতে পারে না কে তার গীবত করছে।[25] হাদীছেও গীবতের ক্ষেত্রে মৃত ভক্ষণের কথা এসেছে এর নিকৃষ্টতা বুঝানোর জন্য। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُّسْلِمٍ أَكْلَةً فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كُسِىَ ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُّسْلِمٍ فَإِنَّ اللهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ اللهَ يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- ‘যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের গীবতের বিনিময়ে এক গ্রাসও খাদ্য ভক্ষণ করবে, আল্লাহ তাকে সমপরিমাণ জাহানণামের আগুন ভক্ষণ করাবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে অপমান করার মাধ্যমে কোন কাপড় পরিধান করবে, আল্লাহ তাকে সমপরিমাণ জাহানণামের আগুন পরিধান করাবেন। আর যে ব্যক্তি কাকেও হেয় প্রতিপন্ন করে লোকদের নিকট নিজের বড়ত্ব যাহির করে এবং শ্রেষ্ঠত্ব দেখায়, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ স্বয়ং ঐ ব্যক্তির শ্রুতি ও রিয়া প্রকাশ করে দেবার জন্য দন্ডায়মান হবেন’।[26]

মূলতঃ গীবতের মাধ্যমে অপর ভাইয়ের সম্মান নষ্ট করা হয়। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চিরদিনের জন্য এটা হারাম ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, إِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ ‘তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেমন আজকে তোমাদের এই দিন, এই মাস, এই শহর তোমাদের কাছে মর্যাদা সম্পন্ন। এখানকার উপস্থিত ব্যক্তিরা যেন (আমার এই কথা) অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। কারণ উপস্থিত ব্যক্তি সম্ভবত এমন ব্যক্তির কাছে এসব কথা পৌঁছাবে, যে এই বাণীকে তার চেয়েও অধিক আয়ত্তে রাখবে’।[27]

আমর ইবনুল আছ একদিন একটা মরা গাধার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। গাধাটির দিকে ইশারা করে তার সাথীদের বললেন, لأَنْ يَأكُلَ الرجلُ مِنْ هذا حتى يَمْلأَ بَطْنَهُ، خيرٌ له مِنْ أنْ يأكُلَ لحْمَ رجلٍ مسْلِمَ، ‘একজন মুসলিমের গোশত খাওয়া বা গীবত করার চেয়ে কোন মানুষের জন্য এই (মরা গাধার) গোশত খেয়ে পেট ভর্তি করা উত্তম’।[28] ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহ.) বলেন, ‘অত্র হাদীছ এটা প্রমাণ করে যে, গীবত করা কবীরা গুনাহ’।[29] গীবতকারীরা এই ঘৃণ্য পাপের কারণে সে পরকালেও ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে।[30] সালাফে ছালেহীন এই পাপকে এত বেশী ভয় করতেন যে, পরনিন্দা করা তো দূরের কথা, যারা পরনিন্দা করে তাদেরকেও ভয়

করতেন, যেন তাদের সাথে মিশে এই পাপে না জড়িয়ে পড়েন। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেছেন, فر من المغتاب فرارك من الأسد ‘তুমি বাঘ থেকে যেভাবে পলায়ন কর, গীবতকারী থেকে সেভাবে পালিয়ে যাও’।[31]

২. গীবত শোনার বিধান : গীবত করা যেমন মহাপাপ তেমনি খুশি মনে পরনিন্দা শোনাও পাপ। মহান আল্লাহ মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْه ‘তারা যখন অসার বাক্য শ্রবণ করে তখন যেন তা উপেক্ষা করে’ *(ক্বাছাছ ২৮/৫৫)*। ওলামায়ে কেরাম বলেন, إن سماع الغيبة والاستماع إليها لا تجوز، فقائل الغيبة وسامعها في الإثم سواء، ‘গীবত শোনা এবং এর দিকে কান পেতে থাকা বৈধ নয়। গীবতকারী এবং গীবত শ্রবণকারী উভয়ই সমান পাপী’।[32]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, أن الغِيبة كما يَحرُم على المغتاب ذِكرُها يحرُم على السامع استماعُها و إقرارها، ‘গীবতকারীর উপরে মানুষের দোষ-ক্রটির বর্ণনা দেওয়া যেমন হারাম, ঠিক তেমনি সেটার নিন্দা শ্রবণ করা এবং তার স্বীকৃতি দেওয়াও হারাম’।[33] তিনি বলেন, أنه ينبغي لمن سَمِعَ الغِيبة أن يَرُدَّها، ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان، فارق ذلك المجلس، فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممَّن له عليه حق، أو من أهل الفضل والصلاح، كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر، ‘গীবত শ্রবণকারীর কর্তব্য হ’ল নিন্দাকারীকে প্রতিহত করা এবং তাকে ধমক দেওয়া। যদি কথার মাধ্যমে বিরত না রাখতে পারে, তবে হাত দিয়ে বাধা দিবে। যদি হাত বা মুখ দিয়ে বাধা দিতে না পারে, তাহ’লে সেই মজলিস পরিত্যাগ করবে। আর বয়স্ক লোক, বাধা দেওয়ার অধিকার আছে এমন ব্যক্তি, গণ্য-মান্য লোকের গীবত শোনার ব্যাপারে আলোচিত পরিস্থিতির চেয়ে আরো সজাগ-সতর্ক থাকতে হবে’।[34]

সালাফগণ গীবতের ব্যাপারে এতটাই কঠোর ছিলেন যে, কোন বৈঠকে কারো নিন্দা করা হ’লে সেই বৈঠকই পরিত্যাগ করতেন। ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) দাওয়াতের মেহমান হয়ে এক খাবার মজলিসে হাযির হ’লেন। লোকজন বলল, ‘অমুক ব্যক্তি এখনো আসেনি’। একজন বলে উঠল, ‘সে একটু অলস প্রকৃতির লোক’। তখন ইবরাহীম (রহ.) বললেন, ‘যে বৈঠকে বসলে আমার মাধ্যমে কোন মুসলিম ভাইয়ের গীবত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, এমন মসলিসে উপস্থিত থাকা আমার জন্য সমীচীন নয়’। একথা বলে তিনি না খেয়েই সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন।

উপসংহার :

পরিশেষে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের উচিত গীবত থেকে বেঁচে থাকা। কারণ গীবত কোন অবস্থাতে জায়েজ নয়। গীবত অর্থ-অগোচরে তার দোষ ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা যা শুনলে সেই ব্যক্তি মন খারাপ করে। মানুষ বিভিন্ন কারণে গীবত করে থাকে কিন্তু সে মনে করে না যে এতে তার কত বড় পাপ হচ্ছে বা সে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষ নিজের অজান্তে গীবত করে থাকে। মানুষ কল্পনাও করেনা যে সে কত বড় ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

গীবত আজ ছড়িয়ে পড়েছে এমন ভাবে যে মনে হয় সমাজ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছে। তাই গীবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা একান্ত জরুরী। যারা গীবত করেন তাদের মনে রাখতে হবে আল্লাহ যিনার গুনাহ ক্ষমা করে দেন কিন্তু গীবত কারীর গোনা ক্ষমা করেন না। আল্লাহ আমাদের মুসলিম উম্মাহকে গীবত করার হাত থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র:

১.মাসিক আত তাহরীম, জুন ২০২৩, গীবত এর পরিণাম ও প্রতিকার,আবদুল আল মারুফ।

২.noora2z.com

৩.www.hazuracademy.com

৪.গীবত- ইমাম গাজ্জালী(র)

৫.গীবত একটি মারাত্মক কবিরা গুনাহ -চৌধুরী আবুল কালাম আজাদ।

৬.http/www.Facebook.com/From nusus

৭.https://www.amadershomoy.com/

৮.https://riyadussaliheenbd.com/knowledge-search/%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A7